ওয়াজ শিক্ষা

চতুর্থ ভাগ

বঙ্গের আওলিয়াকুল শ্রেষ্ঠ শাইখুল মিল্লাতে অদ্দিন, ইমামুল হুদা
হাদিয়ে জামান সুপ্রসিদ্ধ পীর শাহ্‌সুফী
আলহাজ্জ হজরত মাওলানা —

মোহাম্মদ আবুবকর সিদ্দিকী (রহঃ)

কর্ত্তৃক অনুমোদিত

জেলা উত্তর ২৪ পরগণা, বশিরহাট মাওলানাবাগ নিবাসী
খ্যাতনামা পীর, মুহাদ্দিছ, মুফাচ্ছির, মুবাহিছ, মুছান্নিফ, ফকিহ
শাহ্‌সুফী আলহাজ্জ হজরত আল্লামা—

মোহাম্মদ রুহল আমিন (রহঃ)

কর্ত্তৃক প্রণীত

তদীয় ছাহেবজাদা শাহ্‌সুফী জনাব হজরত পীরজাদা মাওলানা
মোহাম্মদ আব্দুল মাজেদ (রহঃ) এর পুত্রগণের পক্ষে
মোহাম্মদ শরফুল আমিন কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
ও
বশিরহাট "নবনূর প্রেস" হইতে মুদ্রিত

তৃতীয় সংস্করণ সন ১৪০৯ সাল

সাহায্য মূল্য — ৩৫ টাকা মাত্র

-ঃঃ সূচীপত্র ঃঃ-

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العلمين و الصلوة و السلام على رسوله
سيدنا محمد و آله و صحبه اجمعين

ওয়াজ শিক্ষা

চতুর্থ ভাগ

প্রথম ওয়াজ

সৎ-স্বভাব

১ কোর-আন —

وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ

এবং সত্যই তুমি উৎকৃষ্ট স্বভাবের উপর আছ।"

২ মোয়াত্তা ;—

إِنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بُعِثْتُ لِأُتَمِّمَ حُسْنَ الْأَخْلَاقِ ۞

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, আমি সৎস্বভাবগুলির পূর্ণতা সাধন করার জন্য প্রেরিত হইয়াছি।"

❸ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

إِنَّ مِنْ خِيَارِكُمْ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সচ্চরিত্র তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ সজ্জন হইবে।"

❹ ছহিহ বোখারি ;—

إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ أَحْسَنَكُمْ أَخْلَاقًا

"নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সচ্চরিত্র ব্যক্তি আমার সমধিক প্রিয়পাত্র হইবে।"

❺ ছহিহ তেরমেজি ;—

إِنَّ أَثْقَلَ شَيْءٍ يُوضَعُ فِي مِيزَانِ الْمُؤْمِنِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ خُلُقٌ حَسَنٌ ✻

"নিশ্চয় কেয়ামতের দিবস ইমানদারের পাল্লাতে সমধিক ভারি যে বস্তু স্থাপন করা হইবে, উহা সৎস্বভাব।"

❻ আবুদাউদ ;—

إِنَّ الْمُؤْمِنَ لَيُدْرِكُ بِحُسْنِ خُلُقِهِ دَرَجَةَ قَائِمِ اللَّيْلِ وَ صَائِمِ النَّهَارِ ✻

নিশ্চয়ই ইমানদার নিজের সৎস্বভাবের জন্য রাত্রি জাগরণকারী ও দিবসের রোজদারের দরজা প্রাপ্ত হইবে।"

৭ আবুদাউদ ;—

أَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا

"শ্রেষ্ঠতম সচ্চরিত্র ব্যক্তি সমধিক পূর্ণ ইমানদার হইয়া থাকে।"

৮ তেরমেজি ও বয়হকি ;—

اِنَّ اَحَبَّكُمْ اِلَىَّ وَ اَقْرَبَكُمْ مِنِّيْ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَحَاسِنُكُمْ اَخْلَاقًا وَاِنَّ اَبْغَضَكُمْ اِلَىَّ وَاَبْعَدَكُمْ مِنِّىْ مَسَاوِيْكُمْ اَخْلَاقًا اَلثَّرْثَارُوْنَ الْمُتَشَدِّقُوْنَ الْمُتَفَيْهِقُوْنَ ●

"নিশ্চয় সচ্চরিত্র লোকেরা কেয়ামতের দিবস আমার প্রিয়পাত্র এবং নিকটবর্ত্তী হইবে, আর অসচ্চরিত্রেরা আমার নিকট অপ্রিয় ও আমা হইতে দূরবর্ত্তী হইবে, প্রলাপকারী বিদ্রূপকারী ও অহঙ্কারী দলই অসচ্চরিত্র।"

৯ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

عَنْ اَنَسٍ قَالَ خَدَمْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ عَشَرَ سِنِيْنَ فَمَا قَالَ لِيْ اُفٍّ قَطُّ وَ لَا لِمَ صَنَعْتَ وَلَا اَلَّا صَنَعْتَ ●

"আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি দশ বৎসর নবি (ছাঃ) এর খেদমতে ছিলাম, তিনি আমাকে কখন 'ওহো' শব্দ বলেন নাই, কেন তুমি করিয়াছ এবং কেন তুমি কর নাই ? ইহা বলেন নাই।"

(১০) ছহিহ মোছলেম ;—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ مَا ضَرَبَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ شَيْئاً قَطُّ بِيَدِهِ وَ لَا اِمْرَأَةً وَ لَا خَادِماً اِلَّا اَنْ يُّجَاهِدَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَ مَا نِيْلَ مِنْهُ شَيْءٌ قَطُّ فَيَنْتَقِمُ مِنْ صَاحِبِهٖ اِلَّا اَنْ يَّنْتَهِكَ شَيْءٌ مِّنْ مَحَارِمِ اللهِ فَيَنْتَقِمُ لِلّٰهِ ●

হজরত আয়শা (রাঃ) বলিয়াছেন রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) খোদাতায়ালার পথে জেহাদ করা ব্যতীত নিজের হস্তে কখন কোন বস্তু, স্ত্রী ও খাদেমকে প্রহার করেন নাই। আল্লাহতায়ালার কোন সন্মানের লাঘব করিলে, তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রতিশোধ গ্রহণ করা ব্যতীত তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি সাধন করা হইলে, তিনি কখন উহার প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নাই।"

(১১) কোর-আন ;—

خُذِ الْعَفْوَ وَ أْمُرْ بِالْعُرْفِ

"তুমি ক্ষমা কার্য্য অবলম্বন কর এবং সৎকার্য্যের আদেশ কর।"

শেফায়-কাজি এয়াজ, ১/৬১ পৃষ্ঠা;—

"উক্ত আয়ত নাজেল হইলে, নবি (ছাঃ) উহার মর্ম্ম (হজরত) জিবরাইল (আঃ) এর নিকট জিজ্ঞাসা করিলেন, তদুত্তরে তিনি বলিলেন আল্লাহতায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া জানাইব। তিনি চলিয়া গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ (ছাঃ) আল্লাহতায়ালা আপনাকে হুকুম করিতেছেন যে, যে ব্যক্তি আপনার সহিত বিচ্ছেদ

করে, আপনি তাহার সহিত মিলন করুন, যে ব্যক্তি আপনাকে বঞ্চিত করে, আপনি তাহাকে দান করুন, আর যে ব্যক্তি আপনার প্রতি অত্যাচার করে, আপনি তাহাকে মার্জ্জনা করুন।"

(১২) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম :—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ لِلنَّبِيِّ

صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ اَتٰى عَلَيْكَ يَوْمٌ كَانَ اَشَدَّ

مِنْ يَوْمِ اُحُدٍ قَالَ لَقَدْ لَقِيْتُ مِنْ قَوْمِكِ وَ كَانَ

اَشَدُّ مَا لَقِيْتُهُ مِنْهُمْ يَوْمَ الْعَقَبَةِ اِذْ عَرَضْتُ نَفْسِيْ

عَلٰى اِبْنِ عَبْدِ يَا لِيْلَ بْنِ عَبْدِ كُلَالٍ فَلَمْ يُجِبْنِيْ

اِلٰى مَا اَرَدْتُ فَانْطَلَقْتُ وَاَنَا مَهْمُوْمٌ عَلٰى وَجْهِيْ

فَلَمْ اَسْتَفِقْ اِلَّا وَاَنَا بِقَرْنِ الثَّعَالِبِ فَرَفَعْتُ رَأْسِيْ

وَ اِذَا اَنَا بِسَحَابَةٍ قَدْ اَظَلَّتْنِيْ فَنَظَرْتُ فَاِذَا فِيْهَا

جِبْرَئِيْلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فَنَادَانِيْ فَقَالَ اِنَّ اللهَ تَعَالٰى

قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَمَا رَدُّوْا عَلَيْكَ وَ قَدْ

بَعَثَ اِلَيْكَ مَلَكَ الْجِبَالِ لِتَأْمُرَهُ بِمَا شِئْتَ

فِيهِمْ فَنَادَانِي مَلَكُ الْجِبَالِ فَسَلَّمَ عَلَيَّ ثُمَّ قَالَ

يَا مُحَمَّدُ إِنَّ اللهَ قَدْ سَمِعَ قَوْلَ قَوْمِكَ لَكَ وَأَنَا

مَلَكُ الْجِبَالِ وَقَدْ بَعَثَنِي رَبِّي إِلَيْكَ لِتَأْمُرَنِي

بِأَمْرِكَ فَمَا شِئْتَ إِنْ شِئْتَ أَطْبَقْتُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ

فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلْ أَرْجُو أَنْ

يُخْرِجَ اللهُ مِنْ أَصْلَابِهِمْ مَنْ يَعْبُدُ اللهَ وَحْدَهُ

لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا *

"(হজরত) আএশা (রাজিঃ) নবি (ছাঃ) কে বলিয়াছিলেন, আপনি কি 'ওহোদ' যুদ্ধের দিবস অপেক্ষা সমধিক কঠিন দিবসের সন্মুখীন হইয়াছিলেন ? হজুর বলিয়াছিলেন, নিশ্চয়ই আমি তোমার স্বজাতিবৃন্দ হইতে দুঃখ ক্লেশ ভোগ করিয়াছি, উপত্যকা ভূমিতে (অবস্থান কালে) তাহাদের কর্ত্তৃক আমি সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন ক্লেশযন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলাম যে সময় আমি (তায়েফবাসী) এবনো - আব্দাইয়ালিল এবনো-কালালের যে আশা ভরসা করিয়াছিলাম, তাহা সে পূর্ণ করে নাই।

আমি 'কর্ণ-ছায়া' লেব' নামক স্থানে চৈতন্য প্রাপ্ত হইলাম। তৎপরে আমি মস্তক উত্তোলন করিয়া একখণ্ড মেঘকে আমার উপর ছায়া প্রদান করিতে দেখিলাম এবং উহার মধ্যে (হজরত) জিবরাইল (আঃ) কে দেখিতে পাইলাম, তিনি উচ্চশব্দে আমাকে ডাকিয়া

বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা তোমার সম্বন্ধে তোমার স্বজাতিদের কথা এবং তাহারা তোমার সহিত যেরূপ ব্যবহার করিয়াছেন, তাহা শ্রবণ করিয়াছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার নিকট পর্ব্বতমালার (রক্ষক) ফেরেশতাকে এই হেতু প্রেরণ করিয়াছেন যে, তুমি তোমাদের স্বজাতিদের সম্বন্ধে যাহা কিছু কামনা কর, তাহা তাঁহার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে। তখন পর্ব্বতমালার (রক্ষক) ফেরেশতা আমাকে উচ্চস্বরে ডাকিলেন এবং আমাকে ছালাম করিয়া বলিলেন, হে মোহাম্মদ, নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমার সম্বন্ধে তোমার স্বজাতিদের কথা শ্রবণ করিয়াছেন, আমি পর্ব্বতমালার (রক্ষক) ফেরেশতা, নিশ্চয় তোমার প্রতিপালক তোমার নিকট আমাকে এই উদ্দেশ্যে পাঠাইয়াছেন যে, তুমি আমার প্রতি আদেশ প্রদান করিবে। তুমি কি ইচ্ছা কর? যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আমি 'আখশাবাএন' নামক পর্ব্বতদ্বয় তাহাদের উপরে নিক্ষেপ করিব। ইহাতে নবি (ছাঃ) বলিলেন, বরং আমি আশা করি যে, আল্লাহ তাহাদের ঔরষ হইতে এরূপ লোককে সৃষ্টি করিবেন — যাহারা অদ্বিতীয় আল্লাহতায়ালার এবাদত করে এবং তাঁহার সহিত কোন বিষয়ের অংসী স্থাপন না করে।''

১৩ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَمْشِيْ مَعَ

رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَعَلَيْهِ بُرْدٌ نَجْرَانِيٌّ

غَلِيْظُ الْحَاشِيَةِ فَاَدْرَكَهُ اَعْرَابِيٌّ فَجَبَذَهُ بِرِدَائِهِ جَبْذَةً

شَدِيْدَةً فَنَظَرْتُ اِلَى صَفْحَةِ عَاتِقِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ اَثَّرَتْ بِهَا حَاشِيَةُ الْبُرْدِ مِنْ شِدَّةِ جَبْذَتِهٖ ثُمَّ قَالَ يَا مُحَمَّدُ مُرْلِيْ مِنْ مَالِ اللّٰهِ الَّذِيْ عِنْدَكَ فَالْتَفَتَ اِلَيْهِ فَضَحِكَ ثُمَّ اَمَرَ لَهٗ بِعَطَاءٍ ●

"(হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সঙ্গে চলিতেছিলাম, তাঁহার পরিধেয় 'নাজরান' নির্ম্মিত পুরু হাশিয়ার একখানা চাদর ছিল; এমতাবস্থায় একজন অরণ্যবাসী লোক তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার চাদর ধরিয়া সজোরে আকর্ষণ করিল। আমি (হজরত) নবি (ছাঃ) এর গ্রীবাদেশের প্রান্তের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিলাম যে, তাহার সজোরে আকর্ষণ করার জন্য হজরতের গ্রীবাদেশে চাদরের হাশিয়ার চিহ্ন (দাগ) পড়িয়া গিয়াছে। তৎপরে সে বলিল হে মোহাম্মদ, আল্লাহতায়ালার যে অর্থ তোমার নিকট রহিয়াছে, তাহার কিয়দংশ আমার জন্য মঞ্জুর কর। হজরত তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া হাস্য করিলেন, তৎপরে তাহার জন্য কিছু দানের হুকুম করিলেন।"

শেফায় কাজি এয়াজ, ৬৩ পৃষ্ঠা ;—

ثُمَّ اَمَرَ اَنْ يُحْمَلَ لَهٗ عَلٰى بَعِيْرٍ شَعِيْرٌ وَعَلَى الْاٰخَرِ تَمْرٌ ●

"তৎপরে হজরত তাহার জন্য এক উষ্ট্রের উপর যব এবং দ্বিতীয় উষ্ট্রের উপর খোর্ম্মা বোঝাই করিয়া দিতে আদেশ করিলেন।"

১৪ শেয়াফ-কাজি এয়াজ, ৬১ পৃষ্ঠা ;—

رُوِيَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا
كُسِرَتْ رَبَاعِيَتُهُ وَشُجَّ وَجْهُهُ يَوْمَ أُحُدٍ شَقَّ ذَلِكَ عَلَى
أَصْحَابِهِ شَقًّا شَدِيدًا وَقَالُوا لَوْ دَعَوْتَ عَلَيْهِمْ فَقَالَ
إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ لَعَّانًا وَلَكِنِّي بُعِثْتُ دَاعِيًا وَرَحْمَةً
اَللّٰهُمَّ اهْدِ قَوْمِي فَإِنَّهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ❋

" রেওয়াএত করা হইয়াছে যে, যে সময় ওহোদ যুদ্ধের দিবস (হজরত) নবি (ছাঃ) এর চারিটী দন্ত ভাঙিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং তাঁহার চেহারা রক্তাক্ত করা হইয়াছিল, তাঁহার ছাহাবাগণের প্রতি ইহা নিতান্ত অসহ্য হওয়ায় তাঁহারা বলিয়াছিলেন, যদি আপনি শত্রুদের প্রতি বদ্‌দোয়া করিতেন, তবে ভাল হইত। ইহাতে হজরত বলিয়াছিলেন, আমি অভিসম্পাত প্রদানকারী (লানত প্রদানকারী) হইয়া প্রেরীত হই নাই, বরং আমি আহ্বানকারী ও অনুগ্রহ স্বরূপ হইয়া প্রেরিত হইয়াছি। হে আল্লাহ, তুমি আমার স্বজাতিদিগকে সত্যপথ প্রদর্শন কর, কেননা তাহারা অনভিজ্ঞ।"

১৫ উক্ত কেতাব, ৬২ পৃষ্ঠা ;—

وَلَمَّا تَصَدَّى لَهُ غَوْرَثُ بْنُ الْحَارِثِ لِيَفْتِكَ
بِهِ وَرَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُنْتَبِذٌ

تَحْتَ شَجَرَةٍ وَحْدَهُ قَائِلًا وَ النَّاسُ قَائِلُوْنَ فِيْ غَزَاةٍ

فَلَمْ يَنْتَبِهْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اِلَّا

وَ هُوَ قَائِمٌ وَ السَّيْفُ صَلْتًا فِيْ يَدِهٖ فَقَالَ مَنْ

يَمْنَعُكَ مِنِّيْ فَقَالَ اللّٰهُ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهٖ

فَاَخَذَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ وَ قَالَ مَنْ

يَمْنَعُكَ مِنِّيْ قَالَ كُنْ خَيْرَ اٰخِذٍ فَتَرَكَهُ وَعَفَا عَنْهُ .

فَجَاءَ اِلٰى قَوْمِهٖ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ *

যখন গাওরাছ বেনে হারেছ হজরত (ছাঃ) কে হঠাৎ হত্যা করার উদ্দেশ্যে তাঁহার নিকট উপস্থিত হইল, অথচ হজরত (ছাঃ) এক পার্শ্বে গিয়া একাকী একটি বৃক্ষের তলে দ্বিপ্রহরের সময় শয়ন করিয়াছিলেন এবং লোকেরা (ছাহাবাগণ) জেহাদে শায়িত ছিলেন। যখন সে ব্যক্তি নিষ্কোষিত তরবারী নিজ হস্তে ধারণ করিয়া দণ্ডায়মান হইল, তখনই হজরতের নিদ্রাভঙ্গ হইল। সে বলিল, এখন আমা হইতে আপনাকে কে রক্ষা করিবে? হজরত বলিলেন, আল্লাহ। অমনি তাহার হস্ত হইতে তরবারি খানা পড়িয়া গেল। হজরত (ছাঃ) উহা লইয়া বলিলেন, আমা হইতে তোমাকে কে রক্ষা করিবে? সে বলিল, আপনি উৎকৃষ্ট (তরবারী) গ্রহণকারী হউন। হজরত তাহাকে ছাড়িয়া এবং মাফ করিয়া দিলেন। তখন সে নিজের স্বজাতিদিগের

নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, আমি শ্রেষ্ঠতম মানুষের নিকট হতে তোমাদের নিকট উপস্থিত হইয়াছি।"

১৬ উক্ত কেতাব, ২০৯ পৃষ্ঠা ;—

একটি য়িহুদী স্ত্রীলোক খয়বর যুদ্ধের দিবস বিষমিশ্রিত ভর্জ্জিত ছাগলের মাংস হজরত নবি (ছাঃ) কে উপঢৌকন স্বরূপ প্রদান করিয়াছিলেন, হজরত ও তাঁহার ছাহাবাগণ উহার কিছু অংশ ভক্ষণ করিয়াছিলেন। হজরত বলিলেন, তোমরা হস্ত উত্তোলন কর, কেননা উক্ত মাংস আমাকে সংবাদ প্রদান করিয়াছে যে, উহা বিষমিশ্রিত। ইহাতে বিশ্‌র বেনে বারা মৃত্যুমুকে পতিত হয়। হজরত য়িহুদী স্ত্রীলোকটীকে বলিয়াছিলেন, কি বিষয় তোমাকে এই কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিল ? সে বলিল, যদি আপনি নবী হন, তবে এই কার্য্য আপনার ক্ষতিকর হইবে না। আর যদি আপনি বাদশাহ হন, তবে লোককে আপনার কবল হইতে রক্ষা করিব। হজরত তাহাকে মাফ করিয়া দিলেন। কাজি এয়াজ উক্ত গ্রন্থের ৬২ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে, ইহা ছহিহ্ মত।

১৭ দালায়েলোন্নবুয়ত ;—

একজন য়িহুদী বিদ্বান নবি (ছাঃ) কে কয়েকটী দীনার ধার দিয়াছিল, তৎপরে সে নবি (ছাঃ) এর নিকট উহা চাহিতে লাগিল, হজরত বলিলেন, হে য়িহুদী ,তোমাকে প্রদান করি এরূপ কিছু আমার নিকট নাই। সে ব্যক্তি বলিল, তাহা হইলে হে মোহাম্মদ, তুমি যতক্ষণ আমাকে টাকা প্রদান না কর, ততক্ষণ আমি তোমাকে ছাড়িয়া দিব না। তৎশ্রবণে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, এক্ষণে আমি তোমার সঙ্গে বসিয়া থাকিব। তৎপরে তিনি (তথায়) জোহর হইতে আরম্ভ করিয়া ফজর পর্য্যন্ত নামাজ পড়িলেন। হজরতের ছাহাবাগণ তাহাকে ভয় দেখাইতেছিলেন এবং তাড়না করিতেছিলেন। তাহারা উক্ত ব্যক্তির

সহিত যে ব্যবহার করিতেছিলেন, হজরত তাহা অবগত হইতে পারিলেন। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, একজন য়িহুদী আপনাকে বন্দী করিয়া রাখিবে ? হজরত বলিলেন, আমার প্রতিপালক কোন সন্ধিস্থাপনকারী বা অন্য কাহারও প্রতি অত্যাচার করিতে আমাকে নিষেধ করিয়াছেন। অন্য দিবস আগমন করিলে, য়িহুদী সাহাদাত কলেমা পড়িয়া বলিল, আমরা অৰ্দ্ধেক অর্থ আল্লাহতায়ালার পথে দান করিলাম। সাবধান ! খোদার শপথ, আমি আপনার সহিত যে ব্যবহার করিয়াছি, কেবল তওরাত উল্লিখিত আপনার লক্ষণ দেখিবার জন্য করিয়াছি — আবদুল্লা নন্দন মোহাম্মদ, মক্কাশরিফে তাঁহার জন্মস্থান, মদিনা শরিফে তাঁহার হেজরতস্থল ও শামদেশে তাঁহার রাজ্য হইবে, তিনি রুক্ষ্ম স্বভাবধারী ও কর্কশ ভাষাভাষী হইবেন না, বাজার সমূহে উচ্চশব্দকারী ও কটুভাষী হইবেন না। আমি সাহাদাত কলেমা পড়িতেছি। ইহা আমার অর্থরাশি, আল্লাহতায়ালার নির্দ্দেশিত মতে আপনি উহা ব্যয় করার হুকুম করুন।"

পাঠক মনে রাখিবেন, কেহ কাহারও ক্ষতি করিলে, উহা মাৰ্জ্জনা করা সদ্‌গুণ, কিন্তু শরিয়তের হদ নষ্ট করিলে, উহা মাৰ্জ্জনা করা জায়েজ নহে।

১৮ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

إِنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُومِيَّةِ الَّتِي سَرَقَتْ فَقَالُوا مَنْ يُكَلِّمُ فِيهَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالُوا مَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالٰى ثُمَّ قَامَ فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ إِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَ إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الْحَدَّ وَايْمُ اللّٰهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا ✵

"একটি মখজুমি বংশোদ্ভবা স্ত্রীলোক চুরি করিয়াছিল, তজ্জন্য কোরাএশগণ চিন্তান্বিতা হইয়াছিলেন, তাঁহারা বলিলেন, তৎসম্বন্ধে (হজরত) রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর সহিত কোন ব্যক্তি কথাবার্ত্তা বলিবে? তৎপরে তাঁহারা বলিলেন, হজরতের প্রিয়পাত্র জয়েদের পুত্র ওছামা ব্যতীত এই কার্য্যের সাহসী হইবে কে? ইহাতে ওছামা হজরতের সহিত এ সম্বন্ধে কথাবার্ত্তা বলিলেন। তৎশ্রবণে রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিলেন, তুমি আল্লাহতায়ালার হদ সম্বন্ধে সুপারিশ করিতেছ ? তৎপরে তিনি দণ্ডায়মান হইয়া খোৎবা পাঠ করতঃ বলিলেন, তোমাদের পূর্ব্ববর্ত্তিগণ এই জন্য বিনষ্ট হইয়া গিয়াছে যে, যদি তাহাদের মধ্যে কোন ভদ্রব্যক্তি চুরি করিত, তবে তাহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিত, আর যদি তাহাদের মধ্যে কোন দুর্ব্বল ব্যক্তি চুরি করিত, তবে তাহারা তাহার উপর হদ স্থাপন করিত। খোদার শপথ, যদি মোহম্মদের কন্যা ফতেমা চুরি করিত, তবে নিশ্চয় আমি তাহার হাত কাটিয়া দিতাম।"

দ্বিতীয় ওয়াজ ।

রাগ সম্বরণ করা।

১ কোর-আন ছুরা আল-এমরান ;—

وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ
عَرْضُهَا السَّمٰوٰتُ وَالْأَرْضُ ۙ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ ۙ الَّذِينَ
يُنفِقُونَ فِي السَّرَّاءِ وَالضَّرَّاءِ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ
وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ۝

"এবং তোমরা অগ্রসর হও তোমাদের প্রতিপালকের মার্জ্জনার দিকে এবং উক্ত বেহেশতের দিকে — যাহার বিস্তৃতি আছমান সমুহ ও জমির ন্যায় — উহা উক্ত পরহেজগারগণের জন্য — যাহার সুখে ও দুঃখে সদ্ব্যয় করিয়া থাকে, ক্রোধ সম্বরণকারিগণের জন্য এবং লোকদিগের ত্রুটি ক্ষমাকারিদিগের জন্য প্রস্তুতে করা হইয়াছে এবং আল্লাহ পরোপকারিদিগকে ভালবাসেন।"

তফছিরে- হোছায়নি, ২৬৯ পৃষ্ঠা; —

একজন লোক এমাম আজম আবুহানিফা রহমতুল্লাহে আলায়হের মুখে চপেটাঘাত করিয়াছিল, এমাম বলিলেন, আমি তোমাকে চপেটাঘাত করিতে পারি, কিন্তু করিব না। আমি খলিফার দরবারে এই অনুযোগ উপস্থিত করিতে পারি, কিন্তু তাহাও করিব না। আর আল্লাহতায়ালার দরবারে তোমার অত্যাচারের জন্য বদদোয়া করিতে পারি, কিন্তু তাহাও করিব না। যদি আমার ইচ্ছা

হয়, তবে কেয়ামতের দিবস ইহার প্রতিশোধ গ্রহণ করিতে পারিব, কিন্তু তাহাও করিব না। যদি উক্ত দিবস আমার গোনাহ মায়াফ হইয়া যায়, তবে তোমার গোনাহ মায়াফ হওয়ার চেষ্টা করিব।

তফছিরে উল্লিখিত হইয়াছে, এক দিবস হজরত হোছাএন (রাজিঃ) একদল অতিথির সহিত দস্তরখানে বসিয়াছিলেন, তাঁহার খেদমতগার এক পিয়ালা গরম শুরবা লইয়া মজলিসে উপস্থিত হইল, নিতান্ত আতঙ্কে বিছানার কিনারায় তাহার পদস্খলিত হইল, পিয়ালাটী হজরত হোছাএন (রাজিঃ) র মস্তকে পড়িয়া ভাঙ্গিয়া গেল ও তাঁহার মোবারক মস্তকে শুরবা লাগিয়া গেল। এমাম হোছাএন (রাজিঃ) আদব শিক্ষা দেওয়া মানসে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিলেন। খেদমতগার উল্লিখিত আয়তের ক্রোধ সম্বরণকারিদের অংশ উচ্চারণ করিল, হজরত এমাম বলিলেন, আমি ক্রোধ সম্বরণ করিলাম। খাদেম 'লোকের ত্রুটি-মার্জ্জনাকারিদের' অংশটুকু পাঠ করিল, হজরত এমাম বলিলেন, আমি তোমার দোষ মার্জ্জনা করিলাম। পরিশেষে খেদমতগার 'আল্লাহ পরোপকারিদিগকে মাফ করেন' আয়তের এই শেষ অংশটুকু পাঠ করিল, এমাম বলিলেন, আমি নিজের অর্থ হইতে তোমাকে মুক্ত করিয়া দিলাম।

২ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

لَيْسَ الشَّدِيدُ بِالصُّرَعَةِ إِنَّمَا الشَّدِيدُ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ *

হজরত বলিয়াছেন ;—

"কুস্তিগীর (মল্লযোদ্ধা) বীরপুরুষ নহে, যে ব্যক্তি ক্রোধের সময় আত্মসম্বরণ করিতে পারে, সেই ব্যক্তিই বীরপুরুষ।"

আহমদ

إن رجلا شتم أبا بكر و النبي صلى الله عليه
و سلم جالس يتعجب و يتبسم فلما أكثر رد عليه
بعض قوله فغضب النبي صلى الله عليه و سلم
و قام فلحقه أبوبكر و قال يا رسول الله كان
يشتمني و أنت جالس فلما رددت عليه بعض
قوله غضبت و قمت قال كان معك ملك يرد
عليه فلما رددت عليه وقع الشيطان ❋

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ) কে গালি দিতেছিল, আর নবি (ছাঃ) আশ্চর্য্যন্বিত হইতেছিলেন এবং অস্পষ্ট হাস্য করিতেছিলেন। যখন সে ব্যক্তি অতিরিক্ত গালি দিতে লাগিল, তখন (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ) তাহার কতক কথার প্রতিবাদ করিলেন। ইহাতে (জনাব) নবি (ছাঃ) রাগান্বিতে হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন, তখন (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ) হজরত নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন, ইয়া রাছুলাল্লাহ, ঐ ব্যক্তি আমাকে গালি দিতেছিল, আর আপনি বসিয়াছিলেন। যখন আমি তাহার কতক কথার প্রতিবাদ করিলাম, তখন আপনি রাগান্বিত হইয়া দণ্ডায়মান হইলেন। হজরত নবি (ছাঃ) বলিলেন, তোমার সহিত একজন ফেরেশতা ছিলেন, তিনি তাহার প্রতিবাদ করিতেছিলেন, আর যখন তুমি তাহার প্রতিবাদ করিলে, তখন শয়তান উপস্থিত হইল।"

ছহিহ তেরমেজি ;—

৪ আহমদ ;—

اِتَّقُوا الْغَضَبَ فَاِنَّهٗ جَمْرَةٌ عَلٰى قَلْبِ ابْنِ اٰدَمَ

اَلَاتَرَوْنَ اِلٰى انْتِفَاخِ اَوْدَاجِهٖ وَ حُمْرَةِ عَيْنَيْهِ فَمَنْ

اَحَسَّ بِشَيْءٍ مِّنْ ذٰلِكَ فَلْيَضْطَجِعْ وَلْيَتَلَبَّدْ بِالْاَرْضِ ۞

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা ক্রোধ হইতে বিরত থাক, কেননা উহা আদম সন্তানের অন্তরে অগ্নিস্ফুলিঙ্গ, তোমরা কি তাহার শিরাগুলি স্ফীত হওয়ার ও তাহার চক্ষুদ্বয়ের রক্তবর্ণের দিকে নিরীক্ষণ করিতেছ না? যে ব্যক্তি ক্রোধের কিছু আভাষ প্রাপ্ত হয়, সে যেন শয়ন করে ও জমির সহিত মিলিয়া যায়।"

৫ উক্ত কেতাব ;—

وَ ذَكَرَ الْغَضَبَ فَمِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ

سَرِيْعَ الْفَيْءِ فَاِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى وَ مِنْهُمْ مَنْ يَكُوْنُ

بَطِيْءَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِ فَاِحْدٰهُمَا بِالْاُخْرٰى

وَ خِيَارُكُمْ مَنْ يَكُوْنُ بَطِيْءَ الْغَضَبِ سَرِيْعَ الْفَيْءِ

وَ شِرَارُكُمْ مَنْ يَكُوْنُ سَرِيْعَ الْغَضَبِ بَطِيْءَ الْفَيْءِ ۞

"নবি (ছাঃ) উল্লেখ করিলেন, তাহাদের মধ্যে একদল লোক সত্বর ক্রোধ করিয়া থাকে এবং সত্বর উহা সম্বরণ করিয়া থাকে,

একটী মন্দ স্বভাব সৎ স্বভাবের পরিবর্ত্তে হইবে, (অর্থাৎ সত্বর রাগ করা দোষের কার্য্য ও সত্বর রাগ সম্বরণ করা গুণের কার্য্য, কাজেই সে ব্যক্তি সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট বা মন্দ নহে।) তন্মধ্যে কতক লোক এরূপ আছে যে, দেরীতে রাগ করিয়া থাকে এবং দেরীতে রাগ সম্বরণ করে, এস্থলে একটি সৎস্বভাব দ্বিতীয় মন্দ স্বভাবের পরিবর্ত্তে হইবে। তোমাদের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট ঐ ব্যক্তি হইবে যে, বিলম্বে রাগ করে এবং সত্বরে রাগ সম্বরণ করে। তোমাদের মধ্যে সমধিক কদর্য্য ঐ ব্যক্তি হইবে, যে সত্বরে রাগ করে, দেরীতে রাগ সম্বরণ করে।"

৬ আবুদাউদ ;—

إِنَّ الْغَضَبَ مِنَ الشَّيْطَانِ وَ إِنَّ الشَّيْطَانَ خُلِقَ مِنَ النَّارِ وَإِنَّمَا يُطْفَأُ النَّارُ بِالْمَاءِ فَإِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ فَلْيَتَوَضَّأْ ●

"নিশ্চয় রাগ শয়তান হইতে, নিশ্চয় শয়তান অগ্নি হইতে সৃষ্টি হইয়াছে, অগ্নি পানি দ্বারা নির্ব্বাপিত হইয়া থাকে, যে সময় তোমাদের কেহ রাগান্বিত হয়, সে যেন অজু করে।"

৭ আহমদ ও তেরমেজি—

إِذَا غَضِبَ أَحَدُكُمْ وَ هُوَ قَائِمٌ فَلْيَجْلِسْ فَإِنْ ذَهَبَ عَنْهُ الْغَضَبُ وَ إِلَّا فَلْيَضْطَجِعْ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যখন তোমাদের কেহ দণ্ডায়মান অবস্থায় রাগান্বিত হয়, সে যেন বসিয়া পড়ে, ইহাতে যদি রাগ কমিয়া যায়, তবে শুভ, নচেৎ সে যেন শয়ন করে।"

(৮) শোয়াবোল-ইমান ;—

إِنَّ الْغَضَبَ لَيُفْسِدُ الْإِيمَانَ كَمَا يُفْسِدُ الصَّبِرُ الْعَسَلَ

"হজরত বলিয়াছেন, সত্যই রাগ ইমান নষ্ট করিয়া ফেলে, যেরূপ মাকাল ফল মধু নষ্ট করিয়া ফেলে।"

(৯) উক্ত কেতাব ;—

مَنْ خَزَنَ لِسَانَهُ سَتَرَ اللهُ عَوْرَتَهُ وَمَنْ كَفَّ غَضَبَهُ كَفَّ اللهُ عَنْهُ عَذَابَهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَمَنِ اعْتَذَرَ إِلَى اللهِ قَبِلَ اللهُ عُذْرَهُ ●

হজরত বলিয়াছেন ;—

"যে ব্যক্তি নিজের রসনাকে (অন্যের দোষ হইতে) বিরত রাখে, আল্লাহ তাহার গুপ্ত দোষকে ঢাকিয়া রাখেন। আর যে ব্যক্তি নিজের রাগ সম্বরণ করে, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের দিবস তাহাকে নিজের শাস্তি হইতে বিমুক্ত করিবেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট নিজের ওজোর পেশ করে, আল্লাহতায়ালা তাহার আপত্তি গ্রাহ্য করেন।"

(১০) তেরমেজি ও আবুদাউদ ;—

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ يَقْدِرُ عَلٰى أَنْ يُنْفِذَهُ دَعَاهُ اللهُ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ فِي أَيِّ الْحُورِ شَاءَ وَمَلَأَ اللهُ قَلْبَهُ أَمْنًا وَإِيمَانًا ــ

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি ক্রোধের অগ্নি প্রজ্জ্বলিত রাখার ক্ষমতাবান হইয়াও উহা সম্বরণ করে, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস লোকদিগের সমক্ষে তাহাকে ডাকিবেন, এমন কি সে ব্যক্তি যে হুরটী মনোনীত করে, তাহা গ্রহণ করিতে তাহাকে ক্ষমতা প্রদান করিবেন এবং আল্লাহ তাহার অন্তরকে শান্তি ও ইমানে পূর্ণ করিবেন।"

১১ কোর-আন ;—

مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلٰى اَنْ يُنْفِذَهٗ دَعَاهُ
اللّٰهُ عَلٰى رُؤُسِ الْخَلَائِقِ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهٗ
فِىْ اَىِّ الْحُوْرِ شَاءَ وَمَلَأَ اللّٰهُ قَلْبَهٗ اَمْنًا وَاِيْمَانًا ـ

"তুমি সদ্ব্যবহারের দ্বারা (লোকের অপকার) নিবারণ কর, ইহাতে তোমার মধ্যে এবং যাহার মধ্যে শত্রুতা আছে, সে যেন আত্মীয় বন্ধু হইয়া যাইবে।"

১২ ছহিহ বোখারি ;—

عَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ فِىْ قَوْلِهٖ تَعَالٰى اِدْفَعْ بِالَّتِىْ
هِىَ اَحْسَنُ قَالَ الصَّبْرُ عِنْدَ الْغَضَبِ وَ الْعَفْوُ عِنْدَ
الْاِسَاءَةِ فَاِذَا فَعَلُوْا عَصَمَهُمُ اللّٰهُ وَ خَضَعَ لَهُمْ عَدُوُّهُمْ
كَاَنَّهٗ وَلِىٌّ حَمِيْمٌ قَرِيْبٌ ٭

"তুমি সদ্ব্যবহার দ্বারা (অপকার) নিবারণ কর।" এই আয়তের ব্যাখ্যায় (হজরত) এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, ক্রোধের

সময় ধৈর্য্যধারণ করা এবং (অন্যের) অসদ্ব্যবহারের সময় মার্জ্জনা করা, যদি লোকেরা (ইহা) করিতে পারে, তবে আল্লাহ তাহাদিগকে নিরাপদে রাখিবেন এবং তাহাদের শত্রুকে নত করিয়া দিবেন যেন সে পরম প্রীতিভাজন আত্মীয় বন্ধু।"

১৩ তফছিরে-আজিজি, ১৭৮ /১৭৯ পৃষ্ঠা ;—

এবনে আবিদ্দুনইয়া উল্লেখ করিয়াছেন যে, শয়তান হজরত মুছা (আঃ) এর সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, হে মুছা, আল্লাহ্-তায়ালা পয়গম্বরি দ্বারা তোমাকে মনোনীত করিয়াছেন এবং তোমার সহিত কথোপকথন করিয়াছেন। যদি আমি তওবা করার ইচ্ছা করি, তবে তুমি আল্লাহতায়ালার নিকট আমার জন্য সুপারিশ করিবে কি? তিনি বলিলেন, হাঁ। তৎপরে তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিলেন, আল্লাহ বলিলেন, আমি তোমার দোয়া মঞ্জুর করিলাম। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, আল্লাহতায়ালা তোমার প্রতি আদমের গোর ছেজদা করিতে হুকুম করিয়াছেন, ইহাতে তোমার তওবা কবুল হইবে। তৎশ্রবণে ইবলিছ বলিল, আমি যখন আদমকে তাঁহার জীবদ্দশায় ছেজদা করি নাই, তখন তাঁহার মৃত অবস্থায় কিরূপে তাঁহাকে ছেজদা করিব? তৎপরে উক্ত ইবলিছ বলিল, হে মুছা, যখন তুমি আমার জন্য তোমার খোদার নিকট সুপারিশ করিয়াছ, তখন আমার পক্ষে তোমাকে কয়েকটী উপদেশ প্রদান করা কর্ত্তব্য হইয়া পড়িয়াছে। তুমি নিজের উম্মতকে তিনটী সময়ের কথা স্মরণ করাইয়া দিও, কেননা আমি উক্ত তিন সময় আদমসন্তানদিগকে নষ্ট করিয়া থাকি।

১ রাগের সময় - আমি উক্ত অবস্থায় রক্তের ন্যায় প্রবাহিত হই এবং লোকের চক্ষু, কর্ণ, জিহ্বা, হাত ও পা অক্ষম ও অকর্ম্মন্য করিয়া ফেলি এবং যে রূপ ইচ্ছা হয়, সেইরূপ

তৎসমুদয়কে পরিচালিত করি।

(৬) যুদ্ধের সময় — সেই সময় আমি গৃহ, স্ত্রী ও সন্তানদের চিন্তা লোকের অন্তরে উদয় করিয়া দিয়া থাকি এবং এই চিন্তায় তাহাদিগকে যুদ্ধক্ষেত্র হইতে পলায়ন করিতে বাধ্য করি।

(৭) অপর (বেগানা) স্ত্রীলোকের সহিত নির্জ্জনবাসের সময় — কেননা আমি কোটনামিতে এবং স্ত্রীলোককে সুসজ্জিতা করিয়া দেখাইতে সুনিপুণ যাদুকরের কার্য্য এবং বিবিধ চক্র করিয়া উভয়ের অন্তরে ব্যভিচারের কামনা নিক্ষেপ করি।

(১৪) এমাম গাজ্জালি লিখিয়াছেন এমাম খোয়ায়ছামা বলিয়াছেন, শয়তান বলিতে থাকে, আদম সন্তান কিরূপে আমাকে পরাস্ত করিবে? যে সময় সে সুস্থ শরীরে থাকে, আমি নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হৃদয়ে স্থান লাভ করি, আর যে সময় সে ক্রোধান্বিত হয় সেই সময় আমি উড্ডীন হইয়া তাহার মস্তকে আশ্রয় গ্রহণ করি।

আরও এমাম গাজ্জালি লিখিয়াছেন, এরূপ একটী কূপের তলদেশে একটা ক্ষীণ জ্যোতির প্রদীপ থাকে এবং উক্ত কূপের উপরি অংশ ধূমে পরিপূর্ণ হইয়া যায়, এক্ষেত্রে ধূমের আধিক্য বশতঃ নিম্নস্থ প্রদীপের ক্ষীণ জ্যোতিঃ পরিলক্ষিত হয় না, সেইরূপ মনুষ্যের জ্ঞান একটি প্রদীপ স্বরূপ, ক্রোধের ধূম সমস্ত শরীর মস্তক ও অন্তরে প্রবেশ করিলে জ্ঞানের ক্ষীণ প্রদীপটী আবৃত করিয়া ফেলে, সেই সময় মনুষ্য হতজ্ঞান হইয়া কটুকথা বলে, প্রহার করে, লম্ফ প্রদান করে, চক্ষু রক্তবর্ণ ও মুখ বিবর্ণ করে।”

পাঠক, মনে রাখিবেন, কেহ কোন লোকের অপকার করিলে, ক্রোধ সম্বরণ করিয়া মার্জ্জনা করিয়া দেওয়া মহাসদ্‌গুণ, কিন্তু কেহ শরিয়তের খেলাফ করিলে, ক্রোধ প্রকাশ করা অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য।

(১৫) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ
سَهْوَةً لِّيْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَآهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَتَكَهُ وَتَلَوَّنَ وَجْهُهُ وَقَالَ
يَا عَائِشَةُ اَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا يَّوْمَ الْقِيٰمَةِ الَّذِيْنَ
يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ●

(হজরত) আএশা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বিদেশ হইতে আগমন করিলেন, আর আমি মূর্ত্তিবিশিষ্ট পাতলা পরদা দ্বারা নিজের বারান্দাকে ঢাকিয়াছিলাম, হজরত উহা দেখা মাত্র ছিন্ন করিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার মুখমণ্ডল বিবর্ণ হইয়া গেল এবং তিনি বলিলেন, হে আএশা, কেয়ামতের দিবস আল্লাহতায়ালার নিকট মূর্ত্তি-নির্ম্মাণকারিগণ সমধিক কঠিন শাস্তিগ্রস্ত হইবে।

তৃতীয় ওয়াজ

কোমলতা ও নরম কথা বলা।

(১) কোর-আন ;—

فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيْظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوْا مِنْ حَوْلِكَ •

" খোদাতায়ালার অনুগ্রহে তুমি নরম হইয়াছ, আর যদি তুমি কর্কশভাষী কঠোর হৃদয় হইতে, তবে নিশ্চয় লোক তোমার চারিপার্শ্ব হইতে পলায়ন করিয়া যাইত।"

(২) وَقُوْلُوْا لِلنَّاسِ حُسْنًا

"এবং তোমরা লোকদিগকে মিষ্টকথা বল।"

(৩) فَقُوْلَا لَهٗ قَوْلًا لَّيِّنًا

"অনন্তর তোমরা উভয়ে (মুছা ও হারুণ) তাহাকে (ফেরেয়াওনকে) নরম কথা বল।"

اِدْفَعْ بِالَّتِيْ هِيَ اَحْسَنُ

"তুমি অতি উৎকৃষ্ট নিয়মে (কথার) প্রতিবাদ কর।"

(৫) ছহিহ বোখারি ;—

قَالَتْ اِنَّ الْيَهُوْدَ اَتَوُا النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا السَّامُ عَلَيْكَ قَالَ وَعَلَيْكُمْ فَقَالَتْ

عَايِشَةُ السَّامُ عَلَيْكُمْ وَ لَعَنَكُـمُ اللهُ وَ غَضِبَ عَلَيْكُمْ

فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ مَهْلاً يَا عَائِشَةُ

عَلَيْكِ بِالرِّفْقِ وَ اِيَّاكِ وَ الْعُنْفَ وَ الْفُحْشَ ●

"(হজরত) আ এশা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, নিশ্চয় য়িহুদীরা নবি (ছাঃ) এর নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, "আছ্ছামো-আলায়ক' (অর্থাৎ তোমার উপর মৃত্যু আসুক)। হজরত বলিলেন, অ-আ'লায়কোম' — (অর্থাৎ তোমাদের উপর হউক)। ইহাতে (হজরত) আএশা (রাজিঃ) বলিলেন, তোমাদের উপর মৃত্যু আসুক, আল্লাহতায়ালা তোমাদের উপর অভিসম্পাত প্রদান করেন এবং তোমাদের উপর কোপ প্রকাশ করেন। তৎ-শ্রবণে হজরত তোমাদের উপর কোপ প্রকাশ করেন। তৎ-শ্রবণে হজরত বলিলেন, হে আএশা, ধৈর্য্যধারণ কর, তুমি কোমলতা অবলম্বন কর এবং তুমি কর্কশ কথা ও অশ্লীলতা হইতে বিরত থাক।"

(৬) ছহিহ মোছলেম ;—

اِنَّ اللهَ رَفِيْـقٌ يُحِبُّ الرِّفْقَ وَ يُعْطِـيْ عَلَى

الرِّفْقِ مَالاَ يُعْطِىْ عَلَى الْعُنْفِ ●

"হজরত বলিলেন, নিশ্চয় আল্লাহ নরম ব্যবহারকারী, তিনি নরম ভাব পছন্দ করেন এবং কর্কশ ব্যবহারে যাহা না দিয়া থাকেন, নরম ব্যবহারে তাহা দিয়া থাকেন।"

৭ ছহিহ মোছলেম ;—

إِنَّ الرِّفْقَ لَا يَكُوْنُ فِيْ شَيْءٍ إِلَّا زَانَهُ وَلَا يُنْزَعُ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا شَانَهُ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে বিষয়ের মধ্যে কোমলতা থাকে, উক্ত কোমলতা উহাকে সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর করিবে। আর যে বিষয় হইতে কোমলতা অপসারণ করা হয়, ইহা উহাকে কলঙ্কিত করিবে।"

৮ আবুদাউদ ও শোয়াবোল-ইমান ;—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ الْجَوَّاظُ وَلَا الْجَعْظَرِيُّ

"হজরত বলিয়াছেন, কৃপণ অর্থশালী এবং কর্কশভাষী অসৎ-স্বভাব (হিসাব পরেই বেহেশতে) প্রবেশ করিতে পারিবে না।"

৯ আহমদ ও তেরমেজি ;—

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِمَنْ يَحْرُمُ عَلَى النَّارِ عَلَى كُلِّ هَيِّنٍ لَيِّنٍ قَرِيْبٍ سَهْلٍ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দোজখের অগ্নির উপর হারাম করা হইবে, আমি তোমাদিগকে তাহার সংবাদ প্রদান করিব না? প্রত্যেক সরলচেতা, নরম, নিকট ও সহজ-ভাবাপন্ন ব্যক্তি।"

১০ শরহোছ-ছুন্নাহ ;—

مَنْ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ أُعْطِيَ حَظَّهُ مِنْ

خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ وَ مَنْ حُرِمَ حَظَّهُ مِنَ الرِّفْقِ حُرِمَ حَظَّهُ مِنْ خَيْرِ الدُّنْيَا وَ الْآخِرَةِ ●

" যে ব্যক্তিকে কোমলতার অংশ প্রদান করা হইয়াছে, তাহাকে দুন্‌ইয়া ও আখেরাতের শ্রেষ্ঠ অংশ প্রদান করা হইয়াছে। আর যে ব্যক্তিকে কোমলতার অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, তাহাকে ইহজগত ও পরজগতের শ্রেষ্ঠ অংশ হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।"

(১১) তেরমেজি ;—

قَالَ وَ مَا هُنَّ قُلْتُ إِطْعَامُ الطَّعَامِ وَ لِيْنُ الْكَلَامِ وَ الصَّلٰوةُ بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ●

"আল্লাহ বলিলেন, দরজা বিশিষ্ট বিষয় কি কি ? হজরত বলিলেন, খাদ্য ভক্ষণ করান, নরম কথা বলা এবং লোকের শায়িত অবস্থায় রাত্রির নামাজ পড়া।

পাঠক, মনে রাখিবেন, স্ত্রী ও সন্তানদিগকে শিক্ষা দেওয়া মানসে কর্কশ কথা ব্যবহার করাতে কোন দোষ নাই, বরং স্থল বিশেষে ইহা জরুরি হইয়া পড়ে।

চতুর্থ ওয়াজ।

লজ্জা ও শরম করা।

১ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম —

كَانَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَشَدَّ حَيَاءً مِّنَ الْعَذْرَاءِ فِيْ خِدْرِهَا ●

"(জনাব) নবি (ছাঃ) পরদাস্থিত কুমারী স্ত্রীলোক অপেক্ষা সমধিক লজ্জাশীল ছিলেন।"

২ ছহিহ মোছলেম ;—

হজরত আএশা (রাঃ) বলিয়াছেন, নবি (ছাঃ) নিজের গৃহে পদদ্বয় খুলিয়া শয়ন করিয়াছিলেন, এমতাবস্থায় (হজরত) আবুবকর (রাজিঃ) তথায় আসিবার জন্য অনুমতি চাহিলেন, হজরত তাঁহাকে আসিতে অনুমতি দিলেন এবং তিনি ঐ অবস্থায় থাকিয়া কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তৎপরে (হজরত) ওমার (রাজিঃ) সাক্ষাৎ করার অনুমতি চাহিলেন, তিনি অনুমতি দিলেন এবং শায়িত অবস্থায় থাকিয়া তাঁহার সহিত কথাবার্ত্তা বলিতে লাগিলেন। তৎপরে (হজরত) ওছমান (রাজিঃ) আগমন করিয়া সাক্ষাতের অনুমতি চাহিলেন, ইহাতে হজরত উপবেশন করিয়া কাপড়গুলি ঠিক করিলেন। তিনি চলিয়া গেলে, (হজরত) আএশা (রাজিঃ) বলিলেন, ইয়ারাছুলাল্লাহ, (হজরত) আবুবকর ও ওমার (রাজিঃ) আগমন করিলেন, ইহাতে আপনি নড়িলেন না এবং কোন দ্বিধা বোধ করিলেন না, আর (হজরত) ওছমান (রাজিঃ) উপস্থিত হইলে, আপনি উঠিয়া বসিলেন এবং

নিজের কাপড়গুলি ঠিক করিয়া লইলেন, (ইহার কারণ কি ?)

হজরত বলিলেন ;—

الا استحيي من رجل تستحيي منه الملائكة

"আমি কি এরূপ ব্যক্তিকে দেখিয়া লজ্জা করিব না — যাহাকে ফেরেশতারগণ দেখিয়া লজ্জা করিয়া থাকেন।"

৩ মালেক ও এবনো-মাজা ;—

إن لكل دين خلقا وخلق الإسلام الحياء

"হজরত বলিয়াছেন, প্রত্যেক ধর্ম্মের এক একটী (বিশিষ্ট) রীতি আছে, আর ইছলামের রীতি লজ্জাশীলতা।"

৪ শোয়াবোল-ইমান ;—

إن الحياء والإيمان قرناء جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر *

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয় লজ্জা ও ইমান উভয়ে একতাসূত্রে আবদ্ধ, তৎপরে যখন উভয়ের একটী অন্তর্হিত হয়, তখন দ্বিতীয়টী অন্তর্হিত হয়।"

৫ ছহিহ বাখারি ;—

إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت *

"হজরত বলিয়াছেন, লোকে প্রাচীন পয়গম্বরির যে কথাগুলি

প্রাপ্ত হইয়াছে, তন্মধ্যে ইহা একটী — যদি লজ্জা না কর, তবে তুমি যাহা ইচ্ছা হয় করিতে পার।"

৬ আহমদ ও তেরমেজি ;—

اَلْحَيَاءُ مِنَ الْاِيْمَانِ وَالْاِيْمَانُ فِي الْجَنَّةِ وَالْبَذَاءُ

الْجَفَاءُ وَالْجَفَاءُ فِي النَّارِ ●

"হজরত বলিয়াছেন, লজ্জাশীলতা ইমানের অন্তর্গত, আর ইমান বেহেশতের মধ্যে থাকিবে। লজ্জাহীনতা অসৎ স্বভাব, আর অসৎ স্বভাব দোজখে থাকিবে।"

৭ ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

اَلْحَيَاءُ لَا يَأْتِي اِلَّا بِخَيْرٍ - اَلْحَيَاءُ خَيْرٌ كُلُّهُ

"হজরত বলিয়াছেন, লজ্জা কল্যাণ ব্যতীত আনয়ন করিবে না। লজ্জা সমূহ কল্যাণ।

৮ একদল লোককে বেহেশতের দিকে যাইতে হুকুম করা হইবে, তাহারা উহার সৌরভের ঘ্রাণ লইতে থাকিবে এবং উহার অট্টালিকাগুলি এবং আল্লাহ বেশেতবাসিদিগের জন্য যাহা প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, তাহা দর্শন করিতে থাকিবে, এমতাবস্থায় ঘোষণা করা হইবে যে, ইহাদিগকে বেহেশত হইতে ফিরাইয়া দাও, ইহাদের জন্য ইহার কোন অংশ নাই। তখন তাহারা এরূপ আক্ষেপের সহিত ফিরিয়া যাইবে যে, কেহ এরূপ ফিরিয়া যায় নাই। ইহাতে তাহারা বলিবে, হে আমাদের প্রতিপালক, যদি তুমি তোমার বন্ধুদিগের

নির্দ্ধারিত পুরস্কার আমাদিগকে দেখাইবার অগ্রে আমাদিগকে দোজখে নিক্ষেপ করিতে, তবে আমাদের পক্ষে অপেক্ষাকৃত শুভ হইত। ইহা বলা মাত্র ঘোষণা করা হইবে যে, আমি স্বেচ্ছায় এইরূপ করিয়াছি, তোমরা নির্জ্জনে বৃহৎ বৃহৎ কুক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে এবং লোকের সাক্ষাতে প্রীতিপ্রণয় ও নম্রতার ভাব প্রকাশ করিতে। তোমাদের অন্তরে যে ভাব থাকিত, লোকের নিকট তাহার বিপরীত দেখাইতে। আমার ভয় না করিয়া লোকের ভয় করিতে, আমার সম্মান না করিয়া লোকের সম্মান করিতে, আমার ভয়ে কুক্রিয়া ত্যাগ না করিয়া লোক-লজ্জায় উহা ত্যাগ করিতে। আমি তোমাদের নিকট অন্যান্য দর্শক অপেক্ষা হেয় ছিলাম। এই জন্য আমার সম্পদ তোমাদের পক্ষে হারাম করিয়া তোমাদিগকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করিলাম। — তফছির কবির, ১/২৯৫/২৯৬।

পঞ্চম ওয়াজ।

—ঃঃ—

ধীরতা ও স্থিরতা।

(১) ছহিহ মোছলেম —

اِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ قَالَ لِاَشَجِّ عَبْدِ الْقَيْسِ اِنَّ فِيْكَ لَخَصْلَتَيْنِ يُحِبُّهُمَا اللّٰهُ الْحِلْمُ وَ الْاَنَاةُ •

"নিশ্চয় নবি (ছাঃ) আবদুল কয়েছ সম্প্রদায়ের নেতা অশজ্জকে বলিয়াছিলেন, নিশ্চয় তোমার মধ্যে দুইটী স্বভাব আছে, যাহা আল্লাহ পছন্দ করিয়া থাকেন — সহিষ্ণুতা ও ধীরতা।"

(২) তেরমেজি ;—

اَلْاَنَاةُ مِنَ اللهِ وَالْعُجْلَةُ مِنَ الشَّيْطَانِ

"ধীরতা আল্লাহতায়ালার পক্ষ হইতে এবং ব্যস্ততা শয়তানের পক্ষ হইতে।"

(৩) আবুদাউদ ;—

اَلتُّؤْدَةُ فِي كُلِّ شَيْئٍ خَيْرٌ اِلَّا فِيْ عَمَلِ الْاٰخِرَةِ.

"পরকালের কার্য্য ব্যতীত প্রত্যেক কার্য্যে ধীরতা অবলম্বন করা উত্তম।"

(৪) তেরমেজি ;—

اَلسَّمْتُ الْحَسَنُ وَالتُّؤْدَةُ وَالْاِقْتِصَادُ جُزْءٌ مِنْ اَرْبَعٍ وَّ عِشْرِيْنَ جُزْءًا مِنَ النُّبُوَّةِ *

"সৎস্বভাব, ধীরতা ও মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা নবুয়তের ২৪ ভাগের একভাগ (অর্থাৎ পয়গম্বরির রীতি)।"

وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا اَصْحٰبَ الْقَرْيَةِ

اِذْ جَآئَهَا الْمُرْسَلُوْنَ - اِذْ اَرْسَلْنَآ اِلَيْهِمُ اثْنَيْنِ

فَكَذَّبُوْهُمَا فَعَزَّزْنَا بِثَالِثٍ فَقَالُوْا اِنَّآ اِلَيْكُمْ مُرْسَلُوْنَ -

قَالُوا مَا اَنْتُمْ اِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُنَا وَ مَا اَنْزَلَ الرَّحْمٰنُ مِنْ شَيْءٍ اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا تَكْذِبُوْنَ ٭

"এবং তুমি (হে মোহাম্মদ), তাহাদের জন্য এই গ্রামবাসীদিগের দৃষ্টান্ত বর্ণনা কর, যখন তথায় প্রেরিত পুরুষগণ উপস্থিত হইয়াছিল, যখন আমি তাহাদের নিকটে দুই ব্যক্তিকে প্রেরণ করিলাম, তখন তাহারা তাহাদিগকে মিথ্যাবাদী বলিল, পরে আমি তৃতীয় ব্যক্তি দ্বারা (তাহাদিগের) পুষ্টিবর্দ্ধন করিলাম, অবশেষে তাহারা বলিল যে, নিশ্চয় আমরা তোমাদের নিকট প্রেরিত, তাহারা বলিল, তোমরা আমাদের ন্যায় মনুষ্য ভিন্ন নও এবং রহমান কোন বিষয়ের অবতারণ করেন নাই, তোমরা মিথ্যাবাদী ব্যতীত নও।"

হজরত ইছা (আঃ) কিম্বা তাঁহার আছমানে আরোহন করার পরে তাঁহার খলিফা শমউন, এহইয়া ও তুমান নামক দুইজন প্রেরিতকে এন্তাকিয়া নগরে ধর্ম্মপ্রচারার্থে প্রেরণ করেন। তাঁহারা শহরের নিকট উপস্থিত হইয়া একজন বৃদ্ধকে দেখিয়া ছালাম করেন। সে জিজ্ঞাসা করিল, তোমরা কাহারা হও ? তাঁহারা বলিলেন, আমরা ইছা (আঃ) এর প্রেরিত — লোকদিগকে সত্যপথ প্রদর্শন উদ্দেশ্যে আগমন করিয়াছি। বৃদ্ধ বলিল, তোমাদের দাবির সত্যতার প্রমাণ কি? তাঁহারা বলিলেন, হাঁ, আমরা খোদার আদেশে রোগীদিগকে এমন কি কুষ্টরোগীকে সুস্থ করিয়া থাকি। বৃদ্ধ বলিল, আমার এক সন্তান দীর্ঘকাল যাবৎ পীড়িত, চিকিৎসকগণ তাহার চিকিৎসার নিরাশ হইয়াছে, যদি তোমরা সুস্থ করিতে পার, তবে আমি ইমান আনিব। তাঁহারা রোগীর পার্শ্বে উপস্থিত হইয়া দোয়া করা মাত্র সে সুস্থ হইয়া বসিল, ইহাতে বৃদ্ধ তাহার উপর ইমান আনিল, ইহাকে হবিব, সূত্রধর নামে অভিহিত করা হয়। মুলকথা, তাঁহাদের সংবাদ এন্তাকিয়া শহরে

প্রচার হইয়া পড়িল। এই দেশের পৌত্তলিক রাজা তাঁহাদিগকে প্রতিমা পূজার বিরুদ্ধবাদী ও এক খোদার এবাদতের আহ্বানকারী জানিয়া কারাগারে বন্দী করেন। তখন হজরত শমউন তাঁহাদের পশ্চাতে আগমন করিয়া রাজা ও মন্ত্রিদিগের সহিত প্রীতিপ্রণয় স্থাপন করেন এবং নৈপুণ্য ও বিচক্ষণতার বলে নিতি রাজার মন্ত্রীপদে বরিত হন। রাজা তাঁহার পরামর্শ না লইয়া কোন গুরুতর কার্য্য করিতেন না। এক দিবস উক্ত হজরত শমউন রাজাকে বলেন, আপনি নাকি দুইজন বিদেশীকে কারারুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন, ইহার কারণ কি? রাজা বলিলেন, তাঁহারা বলিয়া থাকেন যে, আমাদের প্রতিমা ব্যতীত অন্য খোদা আছে, এজন্য তাহাদিগকে কারাগারে বন্দী করিয়াছি। শমউন বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিলেন, তাঁহাদের কথা অতি বিচিত্র বলিয়া বোধ হইতেছে, আপনি তাহাদিগকে ডাকুন। রাজা তাহাদিগকে ডাকিলেন, শমউন জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা কাহার বন্দিগী করিয়া থাক? তাঁহারা বলিলেন, আছমান ও জমিনের সৃষ্টিকর্ত্তা খোদার বন্দেগী করিয়া থাকি। শমউন বলিলেন, তোমাদের খোদা কি কার্য্য করিতে পারেন? তাঁহারা বলিলেন, তিনি অন্ধকে চক্ষুষ্মান করিতে পারেন। হজরত শমউন রাজাকে একজন অন্ধ ব্যক্তিকে উপস্থিত করিতে বলিলেন, তাহাই করা হইল। তাঁহারা দোয়া করা মাত্র অন্ধটী চক্ষুষ্মান হইয়া গেল। হজরত শমউন বলিলেন, হে বাদশাহ, প্রতিমাকে বলুন, যেন এই কার্য্য করে। রাজা চুপে চুপে বলিলেন, হে শমউন, উক্ত প্রতিমা দেখিতে ও শুনিতে পায় না এবং কিছু করার ক্ষমতা রাখে না। হজরত শমউন বলিলেন, হে যুবকেরা তোমাদের খোদা আরি কি করিতে পারেন? তাঁহারা বলিলেন, মৃতকে জীবিত করিতে পারেন। শমউন বলিলেন, যদি তাহাই হয়, তবে আমরা সকলে তাঁহার উপরে ইমান আনিব। তখন তাঁহারা মৃত রাজকন্যাকে জীবিত করিয়া তুলিলেন। ইহাতে রজা স্বজনবর্গ সহ ইমান আনিলেন। —

তফছির-রউফি, ২/১৮৬ পৃষ্ঠা।

ইহাতে বুঝা যায় যে, স্থীরতা ধীরতা সহকারে যেরূপ কার্য্য সমাধা হয়, ব্যস্ততা সহকারে তাহা হয় না।

ষষ্ঠ ওয়াজ।

অহঙ্কার ও আত্ম-গরিমা।

(১) কোর-আন ;—

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا

"নিশ্চয় আল্লাহ্ গর্ব্বকারী আত্মাভিমানিদিগকে ভালবাসেন না।"

(২) কোর-আন ;—

فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ

"অনন্তর নিজদিগকে নির্দ্দোষ মনে করিও না।"

(৩) কোর-আন ;—

وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا

"এবং তুমি গর্ব্ব সহকারে জমিতে চলিও না।"

(৪) ছহিহ মোছলেম ;—

ثَلٰثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللهُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ لَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَا يَنْظُرُ اِلَيْهِمْ وَ لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ شَيْخٌ زَانٍ وَ مَلِكٌ كَذَّابٌ وَ عَائِلٌ مُتَكَبِّرٌ ●

"হজরত বলিয়াছেন, আল্লাহ কেয়ামতের দিবস তিন ব্যক্তির সহিত কথা বলিবেন না, তাহাদিগকে শুদ্ধ করিবেন না এবং তাহাদের পক্ষে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে — বৃদ্ধ ব্যাভিচারী, বাদশাহ মিথ্যাবাদী ও দরিদ্র অহঙ্কারী।"

(৫) ছহিহ মোছলেম ;—

يَقُوْلُ اللهُ تَعَالٰى اَلْكِبْرِيَاءُ رِدَائِىْ وَ الْعَظْمَةُ اِزَارِىْ - فَمَنْ نَازَعَنِىْ وَاحِدًا مِنْهُمَا اَدْخَلْتُهُ النَّارَ ●

আল্লাহতায়ালা বলিতেছেন, আত্মগরিমা করা আমার চাদর স্বরূপ ও গৌরব করা আমার তহবন্দ স্বরূপ, যে ব্যক্তি উক্ত দুই বিষয়ের মধ্যে কোন একটীতে আমার সহিত বিরোধ করে, আমি তাহাকে দোজখে দাখিল করিব।"

(৬) ছহিহ মোছলেম ;—

لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهٖ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তির অন্তরে এক বিন্দু পরিমাণ অহঙ্কার থাকে, সে ব্যক্তি হিসাব অন্তে বেহেশতে প্রবেশ করিতে পারিবে না।

(৭) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

اَلَا اُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ

"হজরত বলিয়াছেন, আমি কি তোমাদিগকে দোজখিদিগের সংবাদ প্রদান করিব না। প্রত্যেক কৃপণ কর্কশভাষী অহঙ্কারী।"

(৮) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ فِيْ حُلَّةٍ تُعْجِبُهُ نَفْسُهُ مُرَجِّلٌ رَأْسَهٗ يَخْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهٖ اِذْ خَسَفَ اللّٰهُ بِهٖ فَهُوَ يَتَجَلْجَلُ فِي الْاَرْضِ اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ۞

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, এক ব্যক্তি দুইখণ্ড চাদর পরিহিত অবস্থায় আপনি নিজের কেশ-বিন্যাসের উপর মুগ্ধ হইয়া নিজের চলনের উপর গরিমা করিতে করিতে চলিতেছিল, অকস্মাৎ খোদা তাহাকে ভূগর্ভে ধ্বংস করিলেন, সে ব্যক্তি কেয়ামত অবধি ভূগর্ভের অধোদিকে যাইতে থাকিবে।"

(৯) ছহিহ মোছলেম ;—

اِنَّ رَجُلًا اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهٖ فَقَالَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لَا اَسْتَطِيْعُ

قَالَ لَا اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلَّا الْكِبْرُ قَالَ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ ●

"নিশ্চয় এক ব্যক্তি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) এর নিকট বামহস্ত দ্বারা ভক্ষণ করিয়াছিল, ইহাতে হজরত বলিলেন, তুমি নিজের ডাহিন হস্ত দ্বারা ভক্ষণ কর। সে ব্যক্তি বলিল, আমি পারিতেছি না, সে গর্ব্ব সহকারে ইহা করিতেছিল না। হজরত বলিলেন, তুমি পারিবে না? তৎপরে সে ব্যক্তি আর আপন হস্ত মুখ পর্য্যন্ত উঠাইতে পারিল না।"

(১০) তেরমেজি ;—

لَا يَزَالُ الرَّجُلُ يَذْهَبُ بِنَفْسِهٖ حَتّٰى يُكْتَبَ فِى الْجَبَّارِيْنَ فَيُصِيْبَهٗ مَا اَصَابَهُمْ ●

"হজরত বলিয়াছেন, লোকে আত্মগরিমা করিতে থাকে, এমন কি অহঙ্কারিদিগের মধ্যে লিখিত হয়, তাহাদের অদৃষ্টে যাহা ঘটিয়াছিল, ইহার অদৃষ্টে তাহাই ঘটিবে।"

(১১) ছহিহ মোছলেম ;—

اِذَا قَالَ الرَّجُلُ هَلَكَ النَّاسُ فَهُوَ اَهْلَكُهُمْ

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি গরিমা ভাবে বলে যে, লোক সকল বিনষ্ট হইল, সে ব্যক্তি তাহাদের মধ্যে সমধিক বিনষ্ট।"

(১২) ছহিহ মোছলেম ;—

اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدَّثَ

أَنَّ رَجُلًا قَالَ وَاللهِ لَا يَغْفِرُ اللهُ لِفُلَانٍ وَإِنَّ اللهَ تَعَالَى قَالَ مَنْ ذَا الَّذِي يَتَأَلَّى عَلَيَّ أَنِّي لَا أَغْفِرُ لِفُلَانٍ فَإِنِّي قَدْ غَفَرْتُ لِفُلَانٍ وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ ۞

"নিশ্চয় রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বর্ণনা করিয়াছেন যে, এক ব্যক্তি বলিয়াছিল, খোদার শপথ, আল্লাহ্ অমুককে মার্জ্জনা করিবেন না ; তখন নিশ্চয় আল্লাহতায়ালা বলিয়াছিলেন, কোন্ ব্যক্তি আমার প্রতি আদেশ প্রদান করে যে, আমি অমুককে মার্জ্জনা করিব না, নিশ্চয় যদি অমূককে মাফ করিলাম এবং তোমার আমল নষ্ট করিয়া দিলাম।"

(১৩) শোয়াবোল-ইমান ;—

أَمَّا الْمُهْلِكَاتُ فَهَوًى مُتَّبَعٌ وَشُحٌّ مُطَاعٌ وَإِعْجَابُ الْمَرْءِ بِنَفْسِهِ وَهِيَ أَشَدُّهُنَّ ۞

"বিনাশকারী বিষয়গুলি এই-কামনার অনুসরণ করা, কৃপণতার অনুগত হওয়া এবং আত্মগরিমা করা, ইহা উহাদের মধ্যে সমধিক ক্ষতিকর।"

(১৪) ছহিহ মোছলেম ;—

إِنَّ اللهَ أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوا حَتَّى لَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ۞

"নিশ্চয় আল্লাহ্ আমার নিকট অহি প্রেরণ করিয়াছেন যে, তোমরা বিনম্র হও, এমন কি যেন একে অন্যের উপর গৌরব না করে এবং যেনে একে অন্যের প্রতি অত্যাচার না করে।"

(১৫) তেরমেজি ও আবুদাউদ ;—

لَيَنْتَهِيَنَّ اَقْوَامٌ يَفْتَخِرُوْنَ بِاٰبَائِهِمُ الَّذِيْنَ مَاتُوْا

اِنَّمَا هُمْ فَحْمٌ مِنْ جَهَنَّمَ اَوْ لَيَكُوْنُنَّ اَهْوَنَ عَلَى اللهِ

مِنَ الْجُعَلِ الَّذِيْ يُدَهْدِهُ الْخُرَاءَ بِاَنْفِهٖ اِنَّ اللهَ

قَدْ اَذْهَبَ مِنْكُمْ عُبِّيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ وَ فَخْرَهَا بِالْاٰبَاءِ

اِنَّمَا هُوَ مُؤْمِنٌ تَقِيٌّ اَوْ فَاجِرٌ شَقِيٌّ اَلنَّاسُ كُلُّهُمْ

بَنُوْ اٰدَمَ وَ اٰدَمُ مِنْ تُرَابٍ ●

"হজরত বলিয়াছেন, বিবিধ শ্রেণীর লোকেরা যেন উক্ত পিতৃগণের গৌরব করা হইতে বিরত থাকে — যাহারা মৃত্যুপ্রাপ্ত হইয়াছে। তাহারা দোজখের অঙ্গার, কিম্বা আল্লাহতায়ালার নিকট উক্ত গোবিষ্ঠা-খাদক কীট হইতে নিকৃষ্ট যে, নিজ নাসিকা দ্বারা বিষ্ঠা আলোড়িত করিতে থাকে। নিশ্চয় আল্লাহ্ তোমাদের মধ্য হইতে অজ্ঞতা যুগের গরিমা ও পিতৃগণের গৌরব লোপ করিয়াছেন। মনুষ্য ইমানদার পরহেজগার, কিম্বা হতভাগ্য বদকার, সমস্ত লোকই আদম

সন্তান এবং আদম হইতে।”

(১৬) তেরমেজি ;—

يحشر المتكبرون امثال الذر يوم القيمة في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان يساقون الى سجن في جهنم يسمى بولس تعلوهم نار الانيار يسقون من عصارة اهل النار ٭

“অহঙ্কারিগণ কেয়ামতের দিবস মনুষ্যদের আকৃতিতে পিপীলিকার ন্যায় পুনর্জীবিত হইবে, প্রত্যেক স্থান হইতে তাহাদিগকে লাঞ্ছনা পরিবেষ্টন করিবে, তাহারা দোজখের 'বুলাছ' নামীয় কারাগারের দিকে বিতাড়িত হইবে, তাহাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন অগ্নি দগ্ধ করিবে, তাহাদিগকে দোজখিদিগের বিগলিত পূজরক্ত পান করান হইবে।”

(১৭) কোর আন ছুরা আনয়াম, ৬ রুকু ;—

وَلَا تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدٰوةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ ط مَا عَلَيْكَ مِنْ حِسَابِهِمْ مِّنْ شَيْءٍ وَّمَا مِنْ حِسَابِكَ عَلَيْهِمْ مِّنْ شَيْءٍ فَتَطْرُدَهُمْ فَتَكُوْنَ مِنَ الظّٰلِمِيْنَ ○

"এবং তুমি উক্ত লোকদিগকে বিতাড়িত করিও না — যাহারা প্রভাত ও সন্ধ্যায় নিজেদের প্রতিপালককে ডাকিয়া থাকে, তাঁহার সন্তোষ লাভের কামনা করে, তোমার উপর তাহাদের কোন হিসাবেরে ভার নাই এবং তাহাদের উপর তোমার কোন হিসাবের ভার নাই; কাজেই তুমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করিলে অত্যাচারিদের অন্তর্গত হইয়া যাইবে।"

হোছায়নির ১/১৫৯ পৃষ্ঠায় লিখিত আছে, কোরাএশের নেতাগণ হজরত নবি (ছাঃ) কে বলিয়াছিল, এবনো-মছউদ, বেলাল, মেকদাদ, আম্মার, ছোহোএবের ন্যায় দরিদ্র ও গোলামেরা সর্ব্বদা আপনার মজলিসে উপস্থিত থাকে, যদি আপনি ইহাদিগকে বিতাড়িত করিতে পারেন, তবে আমরা আপনার সঙ্গে উপবেশন করিয়া কোর-আন শুনিতে পারি। হজরত বলিলেন, আমি ইহা পারিব না। তাহারা বলিল, ইহাদের সঙ্গে বসিলে, আমাদের লজ্জা ও কলঙ্ক হয়। যদি আমাদের উপস্থিতি কালে তাহাদিগকে অন্যত্রে গমন করিতে বলেন, তবে আমরা আপনার আনুগত্য স্বীকার করিতে পারি, সেই সময় এই আয়ত নাজিল হয়।

(১৮) কোর-আন ছুরা হুদ, ৩ রুকু ;—

وَمَا نَرٰىكَ اتَّبَعَكَ اِلَّا الَّذِيْنَ هُمْ اَرَاذِلُنَا

بَادِيَ الرَّاْيِ ۚ (الى) وَمَا اَنَا بِطَارِدِ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا ؕ

اِنَّهُمْ مُّلٰقُوْا رَبِّهِمْ وَلٰكِنِّيْ اَرٰىكُمْ قَوْمًا تَجْهَلُوْنَ ۝

وَ يٰقَوْمِ مَنْ يَّنْصُرُنِيْ مِنَ اللّٰهِ اِنْ طَرَدْتُّهُمْ ط تَذَكَّرُوْنَ ●

"(কাফেরেরা হজরত নূহ (আঃ) কে বলিয়াছিল) আমরা তোমাকে যে আমাদের মধ্য বাহ্যদর্শী নিকৃষ্ট লোকেরাই তোমার অনুসরণ করিয়াছে। ...."

(হজরত নূহ বলিলেন,) আমি ইমানদারদিগকে বিতাড়িত করিতে পারিব না, নিশ্চয় তাহারা নিজেদের প্রতিপালকের সহিত সাক্ষাৎকারী, কিন্তু আমি তোমাদিগকে অজ্ঞ সম্প্রদায় ধারণা করিতেছি। হে আমার স্বজাতি, যদি আমি তাহাদিগকে বিতাড়িত করি, তবে আল্লাহতায়ালার (শাস্তি) হইতে কে আমাকে সাহায্য করিবে। তোমরা কি উপদেশ গ্রহণ করিবে না?

হজরত নূহ (আঃ) এর উম্মতেরা দরিদ্রদিগকে বিতাড়িত করিতে অনুরোধ করিয়াছিল, সেই সময় তিনি উক্ত প্রকার কথা বলিয়াছেন।

(১৯) কোর-আন ;—

فَاِذَا نُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَلَاۤ اَنْسَابَ بَيْنَهُمْ

"অনন্তর যখন সিঙ্গায় ফুৎকার করা হইবে, তখন তাহাদের মধ্যে বংশগত সম্বন্ধ থাকিবে না।"

(২০) কোর-আন ছুরা হোজেরাৎ ;—

يَا اَيُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰى وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوْبًا وَّ قَبَائِلَ لِتَعَارَفُوْا- اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰكُمْ ●

" হে লোক সকল, নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রী হইতে সৃষ্টি করিয়াছি এবং তোমাদিগকে এই জন্য দল দল ও শ্রেণী শ্রেণী করিয়াছি যে, তোমরা একে অন্যকে চিনিতে পারিবে, (অহঙ্কার ও গৌরব করার জন্য এরূপ করি নাই)। নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে বেশী পরহেজগার ব্যক্তি বেশী শরিফ।"

(২১) ছহিহ মোছলেম ;—

مَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ

" যে ব্যক্তির আমল তাহাকে পশ্চাদগামী করিয়াছে, তাহার বংশ তাহাকে দ্রুতগামী করিতে পারিবে না — অর্থাৎ যে ব্যক্তি সৎকার্য্য করিয়া সৌভাগ্য লাভ করিতে না পারিয়াছে, তাহার বংশ মর্য্যাদা তাহাকে সৌভাগ্যের অধিকারী করিতে পারিবে না।"

(২২) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

يَا مَعْشَرَ قُرَيْشٍ اِشْتَرُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ لَا اُغْنِيْ عَنْكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَلِيْنِيْ مَا شِئْتِ مِنْ مَالِيْ لَا اُغْنِيْ عَنْكِ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا ۝

"হজরত বলিয়াছেন, হে কোরাএশ সম্প্রদায়, তোমরা (ইমানের দ্বারা) নিজেদের আত্মাকে দোজখ হইতে উদ্ধার কর, নচেৎ আমি তোমাদিগকে খোদার শাস্তি হইতে উদ্ধার করিতে পারিব না।

হে ফাতেমা বেন্তে মোহাম্মদ, আমার নিকট যে অর্থ ইচ্ছা কর চাহিয়া লও, কিন্তু আমি খোদার শাস্তি হইতে তোমাকে রক্ষা করিতে পারিব না।"

(২৩) শোয়াবোল-ইমান ;—

مَنْ تَوَاضَعَ لِلّٰهِ رَفَعَهُ اللّٰهُ فَهُوَ فِيْ نَفْسِهٖ صَغِيْرٌ
وَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ عَظِيْمٌ وَ مَنْ تَكَبَّرَ وَضَعَهُ اللّٰهُ
فَهُوَ فِيْ اَعْيُنِ النَّاسِ صَغِيْرٌ وَ فِيْ نَفْسِهٖ كَبِيْرٌ حَتّٰى
لَهُوَ اَهْوَنُ عَلَيْهِمْ مِنْ كَلْبٍ وَ خِنْزِيْرٍ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার জন্য নত হয়, আল্লাহ তাহাকে নত করেন। যে ব্যক্তি অন্তরে নিজেকে ক্ষুদ্র ধারণা করে, সে ব্যক্তি লোকের চক্ষে মহৎ। আর যে ব্যক্তি অহঙ্কার করে, খোদা তাহাকে অবনত করেন। যে ব্যক্তি নিজের নিকট মহৎ, কিন্তু লোকের নিকট ক্ষুদ্র এমন কি সে তাহাদের নিকট কুকুর ও শূকর অপেক্ষা সমধিক হয়।"

(২৪) ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

لَنْ يُنْجِيَ اَحَدًا مِنْكُمْ عَمَلُهُ قَالُوْا وَلَا اَنْتَ
يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ وَ لَا اَنَا اِلَّا اَنْ يَتَغَمَّدَنِيَ اللّٰهُ
مِنْهُ بِرَحْمَتِهٖ فَسَدِّدُوْا وَ قَارِبُوْا ●

"হজরত বলিয়াছেন, তোমাদের কাহারও আমল (সৎকার্য্য) তাহাকে মুক্তি দিতে পারে না। ছাহাবাগণ বলিলেন, ইয়ারাছুলাল্লাহ, আপনি কি (আমল করিয়া মুক্তি পাইতে পারেন না)। হজরত বলিলেন, আমিও না, কিন্তু যদি আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে আমাকে ঢাকিয়া ফেলেন। এক্ষণে তোমরা আমল কর ও ছওয়াবের আশা কর।"

ইহাতে বুঝা যায় যে, এবাদতের গরিমা করা কাহারও পক্ষে উচিত নহে।

২৫ ফতুহোল-গায়েব, ৩০৭/৩০৮ ;—

হজরত বড়পীর সাহেব বলিয়াছেন ;— তুমি যাহার সহিত সাক্ষাৎ কর, তাহাকে আপন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ মনে করিও এবং বলিবে, সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট আমা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর হইতে পারে। যদি সে বালক হয়, তবে তুমি বলিবে, সে এখনও গোনাহ করে নাই, আর আমি গোনাহ করিয়াছি, কাজেই সে আমা অপেক্ষা উৎকৃষ্ট।

আর যদি সে ব্যক্তি তোমা অপেক্ষা বয়সে জ্যেষ্ঠ হয়, তবে তুমি বলিবে যে, সে ব্যক্তি আমার পূর্ব্বে হইতে খোদার এবাদত করিতেছে।

আর যদি তিনি আলেম হন, তবে তুমি বলিবে, ইনি এইরূপ বিষয় প্রাপ্ত হইয়াছেন — যাহা আমি প্রাপ্ত হইতে পারি নাই, আমি যাহা না জানি, তিনি তাহা অবগত ইয়াছেন এবং জানিয়া শুনিয়া আমল করিতেছেন।

আর যদি নিরক্ষর হয়, তবে তুমি ধারণা কর যে, সে ব্যক্তি অনভিজ্ঞতা অবস্থায় গোনাহ করিতেছে, আর আমি জ্ঞাতসারে গোনাহ করিতেছি। আর আমি জানি না যে, তাহার শেষ অবস্থা কিরূপ হইবে, আর আমার শেষ অবস্থা কিরূপ হইবে ?

আর যদি সে কাফের হয়, তবে মনে মনে বলিবে, সে মুসলমান হইয়া মরিতে পারে, আর আমার শেষ অবস্থা কিরূপ হয়, তাহা জানি না।

সপ্তম ওয়াজ।

হিংসার অপকারিতা

(১) কোরআন ;—

وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ

"এবং হিংসুক যে সময় হিংসা করে, তাহার অপকারিতা হইতে (খোদার নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছি)।" হিংসুক পরের সম্পদ দেখিয়া কাতর হয় এবং উহার ক্ষতির কামনা করে, এই হিংসার জন্য পৃথিবীতে অত্যাচার, রক্তপাত, তুমুল সংগ্রাম ইত্যাদি নানাবিধ মহা অনিষ্টের সৃষ্টি হয়।

(২)। কোরআন ;—

أَمْ يَحْسُدُونَ النَّاسَ عَلَى مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

"তাহারা কি লোকের উপর এই হেতু যে, তাহাদিগকে আল্লাহ

অনুগ্রহ প্রদান করিয়াছেন, হিংসা করিয়া থাকে ?"

ইহাতে বুঝা যায় যে, খোদাতায়ালা অন্যের প্রতি যে অনুগ্রহ করিয়াছেন, হিংসুক তাহাতে বিদ্বেষতার প্রকাশ করিয়া (খোদাতায়ালার সহিত বিরোধ করিতে প্রয়াস পায়। খোদা অদৃষ্টলিপি অনুসারে লোকের প্রতি যেরূপ সম্পদ বন্টন করিয়াছেন, হিংসুক তাহাঅমান্য করিয়া থাকে।)

قَالَ مَا مَنَعَكَ اَلَّا تَسْجُدَ اِذْ اَمَرْتُكَ ط

قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهُ ج خَلَقْتَنِيْ مِنْ نَّارٍ وَّ خَلَقْتَهٗ مِنْ طِيْنٍ ○ قَالَ فَاهْبِطْ مِنْهَا فَمَا يَكُوْنُ لَكَ اَنْ تَتَكَبَّرَ فِيْهَا فَاخْرُجْ اِنَّكَ مِنَ الصّٰغِرِيْنَ ○

"আল্লাহ বলিলেন, আমি যখন তোমাকে হুকুম করিয়াছিলাম, তখন তোমাকে কি বিষয় বাধা প্রদান করিল, (এমন কি) তুমি ছেজদা করিলে না ? শয়তান বলিল, আমি উক্ত আদম অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, তুমি আমাকে অগ্নি হইতে সৃষ্টি করিয়াছ, আর তাহাকে মৃত্তিকা হইতে সৃষ্টি করিয়াছ। আল্লাহ বলিলেন, তুমি তথা হইতে নামিয়া যাও, তোমার পক্ষে উচিৎ নহে যে, তুমি তথায় অহঙ্কার করিবে, অনন্তর তুমি বাহির হইয়া যাও, নিশ্চয় তুমি লাঞ্ছিতদিগের অন্তর্গত।" ইবলিছ জমিনের একছত্র অধিপতি ছিল, আল্লাহ আদম (আঃ) কে জমিনের খলিফা করিবেন ঘোষণা করায় শয়তান হিংসানলে দগ্ধীভুত হইয়া আল্লাহতায়ালার আদেশ অমান্য করিয়া তাঁহাকে ছেজদা করে নাই। এই হিংসার জন্য সে কাফেরদলভূক্ত হইয়া গেল। এই হেতু বলা হইয়াছে যে, আছমানে প্রথম ইবলিছ কর্ত্তৃক হিংসা প্রকাশ হইয়াছিল।

(৪)। কোরআন সুরা মায়েদা ;—

وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَاَ ابْنَىْ اٰدَمَ بِالْحَقِّ ۘ اِذْ قَرَّبَا

قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ اَحَدِهِمَا وَ لَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْاٰخَرِ ؕ

قَالَ لَاَقْتُلَنَّكَ ؕ قَالَ اِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللّٰهُ مِنَ الْمُتَّقِيْنَ ○

لَئِنْۢ بَسَطْتَّ اِلَىَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِىْ مَاۤ اَنَا بِبَاسِطٍ

يَّدِىَ اِلَيْكَ لِاَقْتُلَكَ ۚ اِنِّىْۤ اَخَافُ اللّٰهَ رَبَّ الْعٰلَمِيْنَ ○

اِنِّىْۤ اُرِيْدُ اَنْ تَبُوْٓاَ بِاِثْمِىْ وَ اِثْمِكَ فَتَكُوْنَ مِنْ

اَصْحٰبِ النَّارِ ۚ وَ ذٰلِكَ جَزٰٓؤُا الظّٰلِمِيْنَ ○ فَطَوَّعَتْ

لَهٗ نَفْسُهٗ قَتْلَ اَخِيْهِ فَقَتَلَهٗ فَاَصْبَحَ مِنَ الْخٰسِرِيْنَ ○

এবং তুমি সভ্যতার সহিত তাহাদের নিকট আদমের দুই পুত্রের (হাবিল ও কাবিলের) সংবাদ পাঠ কর — যে সময় তাহারা উভয়ে কোরবাণী উপস্থিত করিয়াছিল, ইহাতে তাহাদের একের পক্ষে হইতে কোরবাণী গৃহীত হইয়াছিল এবং দ্বিতীয়ের পক্ষ হইতে গৃহীত হইয়াছিল না, তখন সে (কাবিল) বলিল, (হে হাবিল,) নিশ্চয়ই আমি তোমাকে হত্যা করিব। হাবিল বলিল, আল্লাহ পরহেজগারগণের পক্ষ হইতেই মঞ্জুর করেন। যদি তুমি আমাকে

হত্যা করার জন্য আমার দিকে হস্ত প্রসারিত কর, তবে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার দিকে হস্ত প্রসারিত করিব না। আমি নিশ্চয় জগদ্বাসিদিগের প্রতিপালক আল্লাহকে ভয় করি। নিশ্চয় আমি ইচ্ছা করি যে, তুমি আমার অপরাধ ও তোমার অপরাধ সহ প্রত্যাবর্ত্তন করিবে, ইহাতে তুমি দোজখিদিগের অন্তর্গত হইবে এবং ইহা অত্যাচারীদিগের প্রতিশোধ। অনন্তর তাহার প্রকৃতি তাহার নিজ ভ্রাতার হত্যাসাধনে উত্তেজিত করিল, অবশেষে সে তাহাকে হত্যা করিল, কাজেই সে ক্ষতিগ্রস্তদিগের অন্তর্গত হইল।"

হজরত হাওয়া প্রতিগর্ভে এক কন্যা ও এক পুত্র প্রসব করিতেন। একলিমা নাম্নী অতি রূপবতী কন্যা কাবিলের সহিত জন্মগ্রহণ করে। লইউজা নাম্নী কন্যা হাবিলের সহিত জন্মগ্রহণ করে। আদম খোদার আদেশে লইউজাকে কাবিলের সহিত ও একলিমাকে হাবিলের সহিত বিবাহ দিতে সঙ্কল্প করেন, কাবিল ইহাতে নারাজ হইয়া বলে যে, আমি রূপবতী ভগ্নির সহিত বিবাহ করিব। হজরত আদম (আঃ) বলিলেন, তোমরা উভয়ে কোরবাণী কর, যাহার কোরবাণী মঞ্জুর হইবে, সেই একলিমার সহিত বিবাহ করিতে পারিবে। হাবিল বলিষ্ঠ ছাগল ও কাবিল এক গুচ্ছা মন্দ গম কোরবাণীর জন্য পর্ব্বতের উপর লইয়া গেল। হাবিল সংঙ্কল্প করিল যে যদি আমার কোরবাণী মকবুল হয়, তবে আমি একলিমার সহিত বিবাহ করিব। আর কাবিল সঙ্কল্প করিল যে, আমার কোরবাণি মকবুল হউক, আর নাই হউক, একলিমাকে ত্যাগ করিব না। ধূমশূন্য অগ্নি আছমান হইতে নামিয়া ছাগলটী দগ্ধ করিয়া ফেলিল, একলিমা হাবিলের বিবাহিতা হইবে বলিয়া নির্দ্ধারিত হইল। কাবিল হিংসানলে দগ্ধীভূত হইয়া হাবিলের হত্যা সাধন করিল। হিংসার জন্য ভ্রাতৃহত্যার অপকর্ম্মে নিমগ্ন হইল। — রউফি, ১/৩২৯ পৃষ্ঠা।

سَيَصْلَىٰ نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ ۝ وَامْرَأَتُهُ

حَمَّالَةَ الْحَطَبِ ۝ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ ۝

"অচিরে আবুলাহাব শিখাযুক্ত অগ্নিতে প্রবেশ করিবে এবং তাহার স্ত্রী ইন্ধনবহনকারিণী হইয়া (উহাতে প্রবেশ করিবে), তাহার গলদেশ খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জু থাকিবে। এমাম এবনো জরির লিখিয়াছেন, আবুলাহাবের স্ত্রী উম্মে-জমিলা অরণ্য হইতে কাষ্ঠ বহন করিয়া আনিত এবং কন্টকগুলি হিংসা বশতঃ পথে নিক্ষেপ করিত, এই উদ্দেশ্যে যে যেন মছজিদে গমনকালে হজরতের পায়ে উহা বিদ্ধ হইয়া যায়। মায়ালেমে লিখিত আছে যে, এক সময় উক্ত স্ত্রীলোকটী একটী কাষ্ঠের বৃহৎ বোঝা বহন করিয়া আনিতেছিল, খোর্ম্মা বল্কলের রজ্জুতে উহা বন্ধ করা ছিল — যাহার একাংশ উক্ত স্ত্রীলোকের গলদেশে লাগান ছিল, স্ত্রীলোকটী ক্লান্ত হইয়া একখণ্ড প্রস্তরের উপর উপবেশন করতঃ বিশ্রাম করিতেছিল, হঠাৎ সেই বৃহৎ বোঝাটী সরিয়া পড়িল এবং উহার ভারে তাহার গলদেশে এইরূপভাবে ফাঁসি লাগিয়া গেল যে, শ্বাস রূদ্ধ হওয়ায় তাহার প্রাণ বিয়োগ ঘটিল। আয়তদ্বয়ের মূল ধর্ম্ম এই যে, উক্ত স্ত্রীলোকটী হজরতের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করনেচ্ছায় যে অবস্থায় ইন্ধন বহন করিয়া আনিত, অবিকল ঐ অবস্থায় দোজখের শাস্তিতে আবদ্ধ হইবে।

এবনো কছির লিখিয়াছেন, উম্মে-জমিলা আবুলাহাবের পরামর্শে উক্ত অপকার্য্য করিত, সেই হেতু পরকালে দোজখের মধ্যে উক্ত স্ত্রীলোকের মস্তকে অগ্নিময় কন্টকের বোঝা থাকিবে এবং

তাহাদেরে গলদেশে অগ্নিময় রজ্জু বন্ধন করা হইবে। এই অবস্থায় সে তাহার স্বামী আবুলাহাবের উপর ঝুকিয়া পড়িবে, ইহাতে উভয়ে অশেষ যন্ত্রনা ভোগ করিবে।

ছইদ বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোকের গলদেশে মুল্যবান হার ছিল এবং সে বলিত যে, হজরত নবি (ছাঃ) এর শত্রুতায় উহা ব্যয় করিব, খোদা উহার প্রতিফলে দোজখে অগ্নিময় গলবন্ধন তাহার গলদেশে স্থাপন করিতে হুকুম করিবেন।

হজরত এবনো-আব্বাছ (রাজিঃ) বলিয়াছেন, উক্ত স্ত্রীলোকের গলদেশে ৭০ হস্ত লম্বা লৌহ শৃঙ্খল স্থাপন করা হইবে। কোন টীকাকার লিখিয়াছেন, তাহার গলদেশে অগ্নিময় শৃঙ্খল আবদ্ধ করা হইবে, ফেরেশ্‌তোগণ উহার দ্বারা তাহাকে আকর্ষণ করিবেন, ইহাতে স্ত্রীলোকটী ঝুলিতে থাকিবে, তৎপরে উহা ছাড়িয়া দিলে সে দোজখাগ্নিতে নিক্ষিপ্ত হইবে। ইহা হিংসার পরিণাম।

৬। আহমদ ও তেরমেজির বর্ণনা ;—

دَبَّ اِلَيْكُمْ دَاءُ الْاُمَمِ قَبْلَكُمْ الْحَسَدُ وَالْبَغْضَاءُ هِيَ الْحَالِقَةُ لَا اَقُوْلُ تَحْلِقُ الشَّعْرَ وَلٰكِنْ تَحْلِقُ الدِّيْنَ ✱

"হজরত বলিয়াছেন, প্রাচীন উম্মতদিগের পীড়া তোমাদের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে, উহা দ্বেষহিংসা, উহা কর্ত্তনকারী (কাঁচি), আমি বলিনা যে, উহা কেশ কর্ত্তন করে বরং দীন কর্ত্তন করে।"

৭। আবুদাউদেরে বর্ণনা ;—

اِيَّاكُمْ وَالْحَسَدَ فَاِنَّ الْحَسَدَ يَأْكُلُ الْحَسَنَاتِ كَمَا تَأْكُلُ النَّارُ الْحَطَبَ ●

হজরত বলিয়াছেন, তোমরা হিংসা হইতে দূরে থাক, কেননা যেরূপ অগ্নি কাষ্ঠ ধ্বংস করিয়া দেয়, সেইরূপ হিংসা নেকীগুলি ধ্বংস করিয়া ফেলে।"

৮। সহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

وَلَا تَحَاسَدُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَنَافَسُوْا وَ كُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا ●

"হজরত বলিয়াছেন, তোমরা পরস্পরে হিংসা করিও না, বিদ্বেষভাব পোষণ করিও না, নিন্দাবাদ করিও না এবং লোভ করিও না এবং আল্লাহতায়ালার বান্দা ভাই ভাই হইয়া যাও।"

৯। কোর-আন ছুরা হউছফ ;—

اِذْ قَالُوْا لَيُوْسُفُ وَ اَخُوْهُ اَحَبُّ اِلٰى اَبِيْنَا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ ؕ اِنَّ اَبَانَا لَفِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنِ ۨ ۚ اقْتُلُوْا يُوْسُفَ اَوِ اطْرَحُوْهُ اَرْضًا يَّخْلُ لَكُمْ وَجْهُ اَبِيْكُمْ وَ تَكُوْنُوْا مِنْۢ بَعْدِهٖ قَوْمًا صٰلِحِيْنَ ○

" যে সময় তাহারা বলিল, অবশ্য হউছফ ও তাহার ভ্রাতা

আমাদের পিতার নিকট আমাদের অপেক্ষা প্রিয়তর, অথচ আমরা শক্তিশালী কর্ম্মঠ দল, নিশ্চয়ই আমাদের পিতা স্পষ্ট ভ্রান্তির মধ্যে আছেন, তোমরা ইউছফকে বধ কর, কিম্বা এরূপ ভূভাগে নিক্ষেপ কর যে, তোমাদের পিতার মুখমণ্ডল তোমাদের জন্য মুক্ত হইবে, অনন্তর তোমরা এক সাধু সম্প্রদায়ে পরিণত হইবে।"

হজরত ইউছফ (আঃ) পিতা ইয়াকুব (আঃ) কে বলিয়াছিলেন, হে পিতা, আমি স্বপ্নযোগে দেখিতেছি যে, চন্দ্র, সূর্য্য ও ১১টী নক্ষত্র নত হইয়া আমার সন্মান করিতেছে। তিনি তাঁহার উচ্চ মর্য্যদার কথা বুঝিতে পারিয়া বলিয়াছিলেন, তুমি তোমার ভাইদিগের নিকট এই স্বপ্নের কথা প্রকাশ করিও না, নচেৎ তাহারা তোমার বিনাশ সাধনের চেষ্টা করিবে। শয়তান মনুষ্যের শত্রু। ইউছফ (আঃ) এর ভাইদিগের কতক স্ত্রী এই স্বপ্ন বৃত্তান্ত শ্রবণ করিয়া স্বামীদিগের নিকট উহা প্রকাশ করিয়া দেয়। তখন তাহারা ইর্ষাপরায়ণ হইয়া উপরোক্ত কথা বলিয়াছিল, অবশেষে তাহারা তাহাকে কূপে নিক্ষেপ করে। তৎপরে যাহা সংঘটিত হয়, তাহা অনেকে অবগত আছেন।

১০। কোর-আন ছুরা বাকারাহ ;—

وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا - فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ ❋

এবং তাহারা ইতিপূর্ব্বে (তদ্দ্বারা) কাফেরিদিগের উপর বিজয় প্রার্থনা করিত, তৎপরে যখন তাহাদের নিকট উহা আসিল — যাহা তাহারা চিনিত, তাহারা উহা অস্বীকার করিয়া ফেলিল, কাজেই

কাফেরদিগের উপর আল্লাহতায়ালার অভিসম্পাত।"

হজরত নবি (ছাঃ) এর নবুয়ত প্রকাশ হওয়ার পূর্ব্বে য়িহুদীরা মোশরেকদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা কালে তাহাদের উপর জয়যুক্ত হওয়ার জন্য শেষ নবির অছিলা ধরিয়া দোয়া করিত। তাহাদের ধারণা ছিল যে, শেষ নবী বনি-ইস্রায়িল বংশ সম্ভূত হইবেন। তৎপরে সেই প্রতিশ্রুত শেষ নবী আরবের বনি-ইসমাইল বংশধর হইলে, য়িহুদিগণ হিংসা বশতঃ তাঁহার নবুয়ত অমান্য করিয়া কাফের হইয়া যায়।

১১। এহইয়াওল-উলুম, ৩/১২৮ পৃষ্ঠা ;—

"(হজরত) আনাছ (রাঃ) বলিয়াছেন, এমতাবস্থায় তিনি বলিলেন, এইক্ষণে এই দিক হইতে একজন বেহেশতী লোক তোমোদের নিকট উপস্থিত হইবেন। তৎপরে একজন আনসারি উপস্থিত হইলেন, তিনি নিজের দাড়ির ওজুর পানি ঝাড়িতেছিলেন এবং বামহস্তে জুতাদ্বয় ঝুলাইয়া রাখিয়াছিলেন। সে ব্যক্তি ছালাম করিয়া বসিয়া পড়িলেন। হজরত নবি (ছাঃ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় দিবস ঐরূপ বলিয়াছিলেন, তখন সেই ব্যক্তিই উপস্থিত হইতেন। হজরত আবদুল্লাহ বেনে আমর ইহার কারণ অনুসন্ধান করণেচ্ছায় তিন রাত্রি তাঁহার নিকট থাকিলেন, কিন্তু তাঁহাকে রাত্রি জাগরণ করিয়া নামাজ পড়িতে দেখিলেন না। কেবল সে ব্যক্তি বিছানায় পার্শ্ব পরিবর্ত্তন কালে আল্লাহতায়ালার নাম লইতেন এবং ভাল কথা ব্যতীত বলিতেন না। তিন রাত্রি অতিবাহিত হওয়ার পরে হজরত আবদুল্লাহ বলিলেন, হজরুত নবি (ছাঃ) আপনার বেহেশতী হওয়ার সংবাদ দিয়াছেন, এই হেতু আমি আপনার আমল পরীক্ষা করা উদ্দেশ্যে আপনার নিকট ছিলাম, কিন্তু আমি আপনাকে বেশী আমল করিতে দেখিলাম না, আপনি কি কার্য্যের জন্য এইরূপ দরজা লাভ করিয়াছেন ?

তদুত্তরে তিনি বলিলেন, আমি যেরূপ আমল করিয়া থাকি, তাহা আপনি দেখিয়াছেন, কিন্তু আল্লাহ কোন লোককে যে কোন সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, আমি তজ্জন্য তাহার প্রতি দ্বেষ হিংসা করি না। ছাহাবা বলিলেন, এই জন্যই আপনি এইরূপ দরজা লাভ করিয়াছেন।

১২। আরও উক্ত কেতাব, ৩/১২৯ পৃষ্ঠা ;—

"হজরত মুছা (আঃ) এক ব্যক্তিকে আল্লাহতায়ালার আরশের ছায়ায় দেখিয়া তাঁহার পদমর্য্যাদার উপর ঈর্ষান্বিত হইয়া বলিলেন, এই ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার নিকট অবশ্য গৌরবান্বিত। তৎপরে তিনি আল্লাহতায়ালার নিকট তাঁহার নাম জিজ্ঞাসা করিলেন। আল্লাহতায়ালা তাঁহার নাম প্রকাশ না করিয়া বলিলেন, আমি উক্ত ব্যক্তির তিনটী কার্য্যের কথা প্রকাশ করিতেছি, প্রথম আল্লাহ লোককে যে সম্পদ প্রদান করিয়াছেন, এই ব্যক্তি তজ্জন্য তাহাদের উপর বিদ্বেষ পোষণ করে না, নিজের পিতামাতাকে কষ্ট দেয় না এবং একের কথা অন্যের নিকট প্রকাস করিয়া বিবাদের সৃষ্টি করে না।

১৩। উক্ত পৃষ্ঠা ;—

ছয় ব্যক্তি ছয় কার্য্যের জন্য দোজখি হইবে, আমিরগণ অত্যাচার করার জন্য, আরবগণ পক্ষপাতের জন্য, দেশের নেতারা অহঙ্কারের জন্য, ব্যবসায়িগণ বিশ্বাসঘাতকতার জন্য, গ্রামবাসিগণ অনভিজ্ঞতার জন্য এবং বিদ্বানগণ হিংসার জন্য।

১৪। উক্ত পৃষ্ঠা ;—

একজন লোক বাদশাহের সম্মুখে উপস্থিত থাকিয়া বলিত, পরোপকারী ব্যক্তিরে তাহার উপকারের জন্য উপকার সাধন কর, ক্ষতিকারক ব্যক্তির ক্ষতির চেষ্টা করিও না, যেহেতু তাহার ক্ষতিকার্য্যই তাহার নিজের ক্ষতিসাধনের জন্য যথেষ্ট হইবে। দ্বিতীয় একব্যক্তি তাহার এই মর্য্যাদা ও কথার প্রতি ঈর্ষাপরায়ণ হইয়া বাদশাহের নিকট

তাহার অপযশ করার ধারণায় বলিল, হে বাদশাহ, উক্ত ব্যক্তি আপনার মুখ দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া ধারণা করে। বাদশাহ বলিলেন, আমি এই কথা কিরূপে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিব? সেই হিংসুক বলিল, আপনি তাহাকে নিজের দিকে ডাকিবেন, যখন সে আপনার নিকটবর্ত্তী হইবে, তখন সে নিজের হস্ত নাসিকার উপর স্থাপন করিবে যেন সে আপনার মুখের গন্ধের ঘ্রাণ না পায়। বাদশাহ বলিলেন, তুমি চলিয়া যাও, আমি ইহা তদন্ত করিব। হিংসুক তথা হইতে বাহির হইয়া উক্ত ব্যক্তিকে পরদিবস খাওয়ার দাওত করিল। পর দিবস সে তাহাকে রসুন মিশ্রিত খাদ্য ভক্ষণ করাইল। উক্ত ব্যক্তি তথা হইতে বাদশাহের দরবারে নিয়মিত ভাবে উপস্থিত হইয়া বলিল, পরোপকারীর উপকার কর, ক্ষতিকারী ব্যক্তির অসৎ স্বভাবই তাহার পক্ষে যথেষ্ট অকল্যাণকর। এমতাবস্থায় বাদশাহ তাহাকে নিকটে যাইতে ডাকিলেন, সে ব্যক্তি তাঁহার নিকট উপস্থিত হইয়া নিজের মুখে হস্ত স্থাপন করিল, যেন বাদশাহ রসুনের গন্ধের ঘ্রাণ না পান। তখন বাদশাহ মনে মনে হিংসুকের কথা সত্য বলিয়া ধারণা করিলেন, বাদশাহ পুরস্কার প্রদান উপলক্ষ্য ব্যতীত নিজ হস্তে পত্র লিখিতেন না, তিনি নিজ হস্তে এই মর্ম্মের একখানা পত্র কোন কর্ম্মচারীর নামে লিখিলেন যে, যখন এই পত্রবাহক তোমার নিকট উপস্থিত হইবে, তখন তুমি তাহাকে জবাহ কর এবং তাহার চর্ম্ম খুলিয়া লইয়া উহাতে তৃণ পূর্ণ করিয়া আমার নিকট প্রেরণ কর। তৎপরে সেই ব্যক্তি উক্ত পত্রখানা লইয়া বাহির হইল, ইহাতে সেই হিংসুক তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিয়া বলিল, ইহা কি পত্র ? সে ব্যক্তি বলিল, ইহা বাদশাহের পুরস্কারের পত্র ? হিংসুক ইহা শ্রবণে বলিল, তুমি উহা আমাকে দান কর। সে ব্যক্তি উহা তাহাকে দান করিল। হিংসুক পত্রখানা লইয়া কর্ম্মচারীর নিকট উপস্থিত হইলে, সে উহার মর্ম্ম তাহাকে অবগত করাইল, তখন সে বলিল, ইহা আমার পত্র নহে। তোমাকে খোদার কছম দিয়া বলিতেছি যে,

তুমি বাদশাহের পত্র নহে। তোমাকে খোদার কছম দিয়া বলিতেছি যে, তুমি বাদশাহের এই ঘটনা উপস্থিত করিয়া আমার সম্বন্ধে যাহা করা কর্ত্তব্য করিও। কর্ম্মচারী তাহার কথায় কর্ণপাত না করিয়া তাহাকে জবাব করিয়া তাঁহার নিকট প্রেরণ করিল। তৎপরে সেই সজ্জন লোকটী নিয়মিতরূপে বাদশাহের দরবারে উপস্থিত হইয়া সেই কথাই বলিল। বাদশাহ আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া বলিলেন, পত্র কি হইল ? সে ব্যক্তি বলিল, অমুক ব্যক্তি উহা আমার নিকট যাচ্ঞা করায় আমি তাহাকে উহা প্রদান করিয়াছি। বাদশাহ বলিলেন, উক্ত ব্যক্তি আমার নিকট প্রকাশ করিয়াছে যে, তুমি নাকি আমার মুখকে দুর্গন্ধযুক্ত বলিয়া প্রচার কর। সে ব্যক্তি বলিল যে, আমি ইহা বলি নাই। বাদশাহ বলিলেন, তবে তুমি মুখের উপর হস্ত রাখিয়াছিলে কেন? সে ব্যক্তি বলিল, উক্ত হিংসুক আমাকে রসুন মিশ্রিত খাদ্য খাওয়াইয়াছিল, আপনি উহার গন্ধ বুঝিতে পারিবেন, এই হেতু আমি আমার মুখে হস্ত রাখিয়াছিলাম। বাদশাহ বলিলেন, তুমি সত্য কথা বলিয়াছ, অসৎ লোককে তাহার অসৎ কার্য্য ধ্বংস করিয়া থাকে।

অষ্টম ওয়াজ

দয়ার বিবরণ।

১।　　আবুদাউদ ও তেরমেজি ;—

الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الارض
يرحمكم من في السماء ●

হজরত বলিয়াছেন ;—

"দয়াবান আল্লাহ দয়াশীল লোকদের উপর দয়া করেন, তোমরা জমিবাসিদিগের উপর দয়া কর, আসমানের সৃষ্টিকর্তা তোমাদের উপর দয়া করিবেন।"

২।　　তেরমেজি ;—

لا تنزع الرحمة الا من شقي

হজরত বলিয়াছেন ;—

"হতভাগ্য ব্যতীত কাহাকেও নির্দয় করা হয় না।"

৩।　　তেরমেজি ;—

ليس منا من لم يرحم صغيرنا و لم يوقر كبيرنا

হজরত বলিয়াছেন ;—

" যে ব্যক্তি আমাদের বালকের প্রতি দয়া না করে এবং বয়োবৃদ্ধের সম্মান না করে, সে ব্যক্তি আমাদের অনুগত নহে।"

৪। ছহিহ বোখারি ;—

قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ اَنَا كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَ لِغَيْرِهِ فِي الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَ اَشَارَ بِالسَّبَابَةِ وَالْوُسْطٰى وَ فَرَّجَ بَيْنَهُمَا شَيْئًا ❋

"রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি নিজের আত্মীয় এবং অপর এতিমের প্রতিপালন করে, আমি এবং সে ব্যক্তি এইরূপ বেহেশতে থাকিব এবং তিনি তর্জ্জনী ও মধ্যমা অঙ্গুলীর দিকে ইশারা করিলেন এবং উভয় অঙ্গুলীর মধ্যে কিছু ফাক করিয়া দেখাইলেন।"

৫। তেরমেজি ;—

مَنْ مَسَحَ رَأْسَ يَتِيْمٍ لَمْ يَمْسَحْهُ اِلَّا لِلّٰهِ كَانَ لَهُ بِكُلِّ شَعْرَةٍ يَمُرُّ عَلَيْهَا يَدُهُ حَسَنَاتٌ ❋

হজরত বলিয়াছেন ;—

" যে ব্যক্তি কোন এতিমের মস্তকে হাত বুলাইল, সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ালার সন্তোষ লাভ উদ্দেশ্য ব্যতীত মস্তক স্পর্শ করে নাই, যে কোন কেশের উপর সে ব্যক্তি হস্ত বুলাইল, তাহার পরিবর্ত্তে নেকী প্রাপ্ত হইবে।"

৬। ছহিহ বোখারি ও মোছমেল ;—

اَلسَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمِلَةِ وَ الْمِسْكِيْنِ كَالسَّاعِيْ فِيْ

سَبِيْلِ اللهِ وَ اَحْسِبُهٗ قَالَ كَالْقَائِمِ لَا يَفْتُرُ وَ كَالصَّائِمِ لَا يُفْطِرُ ●

হজরত বলিয়াছেন ;—

" যে ব্যক্তি বিধবা স্ত্রীলোকদেরে এবং দরিদ্রের তত্ত্বাবধান করে, সে ব্যক্তি আল্লাহতায়ার পথে জেহাদকারির ন্যায় ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে। হজরত আবু হোরায়রা (রাজিঃ) বলিয়াছেন, আমি ধারণা করি যে, হজরত ইহা ও বলিয়াছেন যে, সে ব্যক্তি উক্ত রাত্রি জাগরণকারীর তুল্য যে শৈথিল্য না করে এবং উক্ত রোজাদারের ন্যায় যে (দিবসে) এফতার না করে, (ফল প্রাপ্ত হইবে)।

৭। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

لَا يَرْحَمُ اللهُ مَنْ لَّا يَرْحَمُ النَّاسَ

হজরত বলিয়াছেন ;—

" যে ব্যক্তি লোকদের প্রতি দয়া না করে, আল্লাহ তাহার প্রতি দয়া করেন না।

৮। ছহিহ বোখারি ;—

اَهْلُ الْجَنَّةِ ثَلٰثَةٌ ذُوْ سُلْطَانٍ مُقْسِطٌ مُتَصَدِّقٌ مُوَفَّقٌ وَ رَجُلٌ رَحِيْمٌ رَقِيْقُ الْقَلْبِ لِكُلِّ ذِيْ قُرْبٰى وَ مُسْلِمٍ وَ عَفِيْفٌ مُتَعَفِّفٌ ذُوْ عِيَالٍ ●

হজরত বলিয়াছেন ;—

"তিন ব্যক্তি বেহেশতবাসী হইবে, — (১) বাদশাহ ন্যায় বিচারক, দাতা ও সৎকার্য্য অভ্যস্ত। (২) প্রতেক আত্মীয় ও মুছলমানের পক্ষে দয়াশীল ও কোমল হৃদয় ব্যক্তি (৩) স্ত্রী পরিজনের প্রতিপালনকারী হারাম হইতে বিরত ও ভিক্ষাবৃত্তি হইতে বিমুখ ব্যক্তি।"

৯। ছহিহ মোছলেম ;—

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا اَوْ وَضَعَ عَنْهُ اَظَلَّهُ اللهُ فِىْ ظِلِّهٖ

" যে ব্যক্তি (ঋণদাতা) দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয় কিম্বা ঋণের কিম্বা কতকাংশ মাফ করিয়া দেয়, আল্লাহ (কেয়ামেতের দিবস) নিজের (আরশের) ছায়ায় তাহাকে স্থান দিবেন।"

১০। ছহিহ বোখারি ও মোছলেম ;—

مَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِّنْ كُرُبَاتِ يَوْمِ الْقِيٰمَةِ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের একটী বিপদ উদ্ধার করিয়া দেয়, আল্লাহতায়ালা কেয়ামতের বিপদ রাশি মধ্য হইতে তাহার এক বিপদ উদ্ধার করিয়া দিবেন।

১১। আহমদ ও এবনো — মাজা ;—

مَنْ اَنْظَرَ مُعْسِرًا كَانَ لَهٗ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلِهٖ صَدَقَةٌ

وَاِذَا حَلَّ الدَّيْنُ فَاَنْظَرَهٗ فَلَهٗ بِكُلِّ يَوْمٍ مِثْلَيْهِ صَدَقَةٌ ●

হজরত বলিয়াছেন ;—

" যে ব্যক্তি কোন দরিদ্র ঋণগ্রস্তকে অবকাশ দেয়, সে ব্যক্তি প্রত্যেক দিবস উক্ত ঋণের পরিমাণ ছদকার ছওয়াব পাইবে। (ইহা ঋণ পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট সময় আসিবার অগ্রের অবস্থা।) ঋণ পরিশোধের নির্দ্দিষ্ট সময় উত্তীর্ণ হওয়ার পরে তাহাকে অবকাশ দিলে প্রত্যেক দিবস ঋণের দ্বিগুণ ছওয়াব পাইবে।"

১২। ছহিহ মোছলেম ও তেরমেজি ;—

حُوْسِبَ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ فَلَمْ يُوْجَدْ لَهُ مِنَ الْخَيْرِ شَيْءٌ اَلَّا اَنَّهُ كَانَ يُخَالِطُ النَّاسَ وَ كَانَ مُوْسِرًا وَ كَانَ يَاْمُرُ غِلْمَانَهُ اَنْ يَتَجَاوَزُوْا عَنِ الْمُعْسِرِ قَالَ اللّٰهُ نَحْنُ اَحَقُّ بِذٰلِكَ تَجَاوَزُوْا عَنْهُ ●

'হজরত বলিয়াছেন, তোমার পূর্ব্ববর্ত্তী একজন লোকের হিসাব লওয়া হইয়াছিল, ইহা ব্যতীত তাহার অন্য কোন নেকী পাওয়া যায় নাই - নিশ্চয় সে ব্যক্তি লোকদিগের সহিত মিলিত মিশ্রিত ভাবে থাকিত। সে ব্যক্তি অর্থশালী ছিল এবং নিজের দাসদিগকে আদেশ প্রদান করিত যে, তাহারা যেন দরিদ্রদিগের ঋণ মাফ করিয়া দেয়। আল্লাহতায়ালা বলিলেন, আমি ক্ষমা করিতে সমধিক উপযুক্ত। হে ফেরেশতাগণ, তোমরা তাহাকে মুক্ত করিয়া দাও।"

১৩। ছহিহ মোছলেম ;—

مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ اَنَا وَ هُوَ هٰكَذَا وَ ضَمَّ اَصَابِعَهُ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি দুইটী কন্যা প্রতিপালন করে, এমন কি তাহারা বালেগা হইয়া যায়, সে ব্যক্তি কেয়ামতের দিবস উপস্থিত হইবে, অথচ আমি ও সেই ব্যক্তি এইরূপ থাকিব এবং হজরত অঙ্গুলিগুলি মিলাইয়া দেখাইলেন।"

১৪। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

غُفِرَ لِامْرَأَةٍ مُومِسَةٍ مَرَّتْ بِكَلْبٍ عَلَى رَأْسِ رَكِيٍّ يَلْهَثُ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ فَنَزَعَتْ خُفَّهَا فَأَوْثَقَتْهُ بِخِمَارِهَا فَنَزَعَتْ لَهُ مِنَ الْمَاءِ قِيلَ إِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ ذَاتِ كَبِدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ ●

"হজরত বলিয়াছেন, একটী অসতী স্ত্রীলোককে মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল — সে একটা কূপের শিরদেশে একটী কুকুরের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল, উহার জিহ্বা বাহির হইয়া পড়িয়াছিল, পিপাসায় মরণাপন্ন হইয়াছিল। ইহাতে সেই স্ত্রীলোকটী নিজের মোজা খুলিয়া চাদরের সহিত বন্ধন করতঃ উহার জন্য পানি উত্তোলন করিয়াছিল, এই হেতু তাহার গোনাহ মাফ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। ছাহাবাগণ বলিলেন, চতুষ্পদ প্রাণীদিগের উপকার করিলে আমাদের ছওয়াব হইবে কি? হজরত বলিলেন, প্রত্যেক প্রাণীর উপকারে ছওয়াব হইবে।"

১৫। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا أَوْ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَأْكُلُ مِنْهُ إِنْسَانٌ أَوْ طَيْرٌ أَوْ بَهِيمَةٌ إِلَّا كَانَتْ لَهُ صَدَقَةٌ ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে মুছলমান কোন বৃক্ষ রোপন করে কিম্বা কোন শষ্য বপন করে, তৎপরেরে কোন মনুষ্য, পক্ষী কিম্বা কোন চতুষ্পদ জন্তু উহার কিছু অংশ ভক্ষণ করে, তাহার পক্ষে উহা ছদকার ফল হইবে।"

১৬। ছহিহ মোছলেম ;—

لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلًا يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِي شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِي النَّاسَ •

"হজরত বলিয়াছেন, আমি নিশ্চয় এক ব্যক্তিকে বেহেশতের মধ্যে আনন্দে ধাবিত হইতে দেখিয়াছি, যেহেতু সে ব্যক্তি পথ হইতে এরূপ একটী বৃক্ষ কর্ত্তন করিয়া ফেলিয়াছিল — যাহা লোকদিগের যন্ত্রণার কারণ ছিল।"

১৭। উক্ত কেতাব ;—

عَنْ اَبِي بَرْزَةَ قَالَ قُلْتُ يَا نَبِيَّ اللهِ عَلِّمْنِي شَيْئًا اَنْتَفِعُ بِهٖ قَالَ اعْزِلِ الْاَذٰى مِنْ طَرِيْقِ الْمُسْلِمِيْنَ •

"অবুবারজা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি বলিলাম, হে আল্লাহ-তায়ালার নবী, আমাকে এরূপ বিষয় শিক্ষা দিন - যদ্দ্বারা আমি লাভবান হইতে পারি। হজরত বলিলেন, তুমি মুছলমানদিগের পথ হইতে যন্ত্রণাদায়ক বস্তুগুলি দূর করিয়া দাও।"

১৮। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

عُذِّبَتْ اِمْرَأَةٌ فِيْ هِرٍّ اَمْسَكَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ

مِنَ الْجُوْعِ فَلَمْ تَكُنْ تُطْعِمُهَا وَ تُرْسِلُهَا فَتَاكُلُ

مِنْ خَشَاشِ الْاَرْضِ ●

"হজরত বলিয়াছেন, একটী স্ত্রীলোক শাস্তিগ্রস্তা হইয়াছে, যেহেতু সে একটী বিড়াল বাঁধিয়া রাখিয়াছিল, এমন কি ক্ষুধায় বিড়ালটী মরিয়া গিয়াছিল। উক্ত স্ত্রীলোকটী তাহাকে ভক্ষণ করাইত না এবং ছাড়িয়াও দিত না যে, সে স্থলচর প্রাণীদিগকে ভক্ষণ করিবে।"

১৯। তফছিরে-মনিরে লিখিত আছে ;—

হজরত মুছা (আঃ) তুর পর্ব্বতে খোদাতায়ালার নিকট জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন যে, খোদা, তুমি কি জন্য আমাকে এত উচ্চপদ দান করিয়াছ? তদুত্তরে খোদাতায়ালা বলিয়াছিলেন, তোমার বাল্যজীবনের একটী মহৎ কার্য্যের জন্য তোমাকে এত উচ্চপদ দান করিয়াছি। হজরত মুছা (আঃ) বলিলেন, খোদা, সে কি কার্য্য ? তদুত্তরে খোদা বলিলেন, যে সময় তুমি বাল্যজীবনে ছাগছাগী চরাইতেছিলে, সেই সময় একটী ছাগ দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, সেই সময় একটী ছাগ দল ত্যাগ করিয়া পলায়ন করিতেছিল, তুমি উহার পশ্চাতে ধাবিত হইলে, ছাগটী এমন দ্রুত গমন করিতে লাগিল যে, তুমি উহাকে কিছুতেই ধরিতে পারিলে না। অবশেষে ছাগটী পর্ব্বতের অধোদেশে গিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তুমি সেই সময় উহাকে ধরিয়া কোপভরে সজোরে বেত্রাঘাত করিতে উদ্যত হইলে, এমতাবস্থায় তোমার হৃদয় দয়ায় বিগলিত হইয়া গেল, তখন তুমি মনে মনে বলিতে লাগিলে,

খোদাতায়ালা এই পশুটীকে আমার বাধ্য করিয়া দিয়াছেন, আমি উহার উপর অত্যাচার করিলে অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা হইবে ; এই ধারণায় তুমি উহাকে প্রহার করিলে না। তৎপরে তুমি উহার ক্লেশ লাঘব করণার্থে উহাকে স্কন্ধে বহন করিয়া দলের মধ্যে ছাড়িয়া দিয়াছিলে। আমি তোমার এই দয়ার জন্য তোমাকে এত উচ্চপদ প্রদান করিয়াছি, কলিমুল্লাহ উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছি এবং তোমার প্রতি তওরাত কেতাব নাজেল করিয়াছি''।

২০। এমাম গাজ্জালি (রঃ) লিখিয়াছেন, হোজায়ফা আদাবি বলিয়াছেন, আমি ইয়ারমুক যুদ্ধে কিছু পানিসহ আমার পিতৃব্য তনয়ের নিকট উপস্থিত হইলাম, তিনি পানি দিতে ইশারা করিলেন, এমতাবস্থায় হেশাম বেনে আ'ছ পানির জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস পরিত্যাগ করিলেন, তখন আমার পিতৃব্যতনয় নিজে পানি পান না করিয়া তাঁহাকে পানি দিতে ইশারা করিলেন, অন্য এক ব্যক্তি পানির জন্য দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করিলেন। তখন হেশাম নিজে পানি পান না করিযা তাঁহাকে পানি দিতে ইশারা করিলেন। আমি তৃতীয় লোকটীর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাঁহার প্রাণবায়ু বাহির হইয়া গিয়াছে। তৎপরে আমি হেশামের নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তিনি প্রাণত্যাগ করিয়াছেন। তৎপরে আমি আমার চাচাত ভাইএর নিকট উপস্থিত হইয়া দেখি যে, তাহার প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে।''

২১। হাশিয়ার-তাহাতাবি, ১/৫৫৯ পৃষ্ঠা ;—

শেখ মহিউদ্দীন আরাবি ' মোছামারাত' কেতাবে লিখিয়াছেন, একজন প্রাচীন বোজর্গ বলিয়াছেন, আমার হজ্জ করার আগ্রহ বলবৎ হইয়াছিল, কোন বৎসরে হজ্জযাত্রিদের দল বগদাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন, আমি তাহাদের সঙ্গে হজ্জ করিতে যাওয়ার দৃঢ় সঙ্কল্প করিলাম, পাঁচ শত দিনার সহ হজ্জের জরুরি সামগ্রীগুলি ক্রয় করার ইচ্ছায় বাজারে উপস্থিত হইলাম। হঠাৎ একটী স্ত্রীলোক পথিমধ্যে

আমার নিকট উপস্থিত হইয়া বলিল, খোদাতায়ালা তোমার উপর দয়া অনুগ্রহ করুন, আমি একজন শরিফ স্ত্রীলোক, আমারে কন্যারা বস্ত্রাভাবে উলঙ্গাবস্থায় আছে, আমরা অদ্য চারি দিবস অনাহারে আছি। তাহার কথা শুনিয়া আমার হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল, কাজেই তাহাকে ৫ শত দীনার দান করিয়া বলিলাম, তুমি তোমার কন্যাদের নিকট গমন কর এবং এখনই তাহাদের খাওয়ার ব্যবস্থা কর। আমি আল্লাহতায়ালার প্রশংসা করিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করিলাম, সে বৎসর আল্লাহ আমার অন্তর হইতে হজ্জ করার আগ্রহ হ্রাস করিয়া দিলেন। হজ্জ যাত্রীরা প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, আমি বন্ধুদিগের সাক্ষাৎ ও ছালাম করা উদ্দেশ্যে বহির্গত হইলাম কোন বন্ধুর সহিত সাক্ষাৎ হইলে, ছালাম করার পরে বলিলাম, আল্লাহ তোমার হজ্জ কবুল করুন এবং তোমার চেষ্টা ফলবত করুন। ইহাতে তিনিও বলিলেন, আল্লাহ তোমার হজ্জ কবুল করুন। এই অবস্থায় দিবাগত হইল, রাত্রিতে নিদ্রিত হইয়া হজরত নবি (ছাঃ) এর দর্শন লাভ করিলাম হে অমুক, লোকে যে তোমাকে হজ্জ করার শুভসংবাদ প্রদান করিয়াছেন, ইহাতে তুমি আশ্চর্য্যন্বিত হইও না, তুমি এক বিপন্ন ব্যক্তির বিপদ উদ্ধার করিয়াছ এবং একজন দুর্ব্বলের সাহার্য্য করিয়াছ, এই জন্য আমি খোদার নিকট দোয়া করিয়াছি যে আল্লাহ যেন তোমার আকৃতিতে একজন ফেরেশতা পয়দা করেন, তিনি যেন প্রত্যেক বৎসর তোমার পক্ষ হইতে হজ্জ করেন।"

নবম ওয়াজ।

ছবর করার বিবরণ

১। কোর-আন ;—

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ

وَ الصَّلٰوةِ ط اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصّٰبِرِيْنَ ○ وَ لَا تَقُوْلُوْا

لِمَنْ يُّقْتَلُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَمْوَاتٌ ط بَلْ اَحْيَاءٌ

وَّلٰكِنْ لَّا تَشْعُرُوْنَ ○

" হে ইমানদারগণ। তোমরা ধৈর্য্য (ছবর) ও নামাজসহ সাহায্য প্রার্থনা কর, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্য্যশীলগণের সহকারী এবং যাহারা আল্লাহতায়ালার পথে নিহত হইয়াছে, তোমরা তাহাদিগকে মৃত বলিও না এবং (তাহারা) জীবিত, কিন্তু তোমরা অবগত নও"।

২। কোর-আন ;—

وَ لَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَ الْجُوْعِ

وَ نَقْصٍ مِّنَ الْاَمْوَالِ وَ الْاَنْفُسِ وَ الثَّمَرٰتِ ○

وَ بَشِّرِ الصّٰبِرِيْنَ ۙ الَّذِيْنَ اِذَا اَصَابَتْهُمْ مُّصِيْبَةٌ

قالوا انا لله و انا اليه راجعون ۝ اولئك عليهم

صلوت من ربهم و رحمة ۝ و اولئك هم

المهتدون ۞

"এবং নিশ্চয় আমি তোমাদিগকে কিছু পরিমাণ ভয় ও ক্ষুধা দ্বারা এবং অর্থ ও প্রাণ এবং ফল শস্য সমুহের ক্ষতি দ্বারা পরিক্ষা করিব এবং তুমি সহিষ্ণুদিগকে সুসংবাদ দাও। (তাহারা) এইরূপ গুণ বিশিষ্ট যে, যদি তাদের উপর বিপদ উপস্থিত হয়, তবে তাহারা বলে, নিশ্চয় আমরা আল্লাহর (দাস) এবং আমরা তাঁহার দিকে প্রত্যাবর্ত্তনকারী। তাহাদের উপর তাহাদের প্রতিপালকের পক্ষ হইতে ধন্যবাদ ও অনুগ্রহ (রহমত) এবং তাহারাই সত্যপথ প্রাপ্ত"

৩। কোর-আন :—

انما يوفي الصابرون اجرهم بغير حساب

"ধৈর্য্যশীলগণ তাহাদের ফল অসংখ্য প্রদত্ত হইবে।"

৪। ছহিহ্ তেরমেজি :—

يود اهل العافية يوم القيمة حين يعطى اهل

البلاء الثواب لو ان جلودهم كانت قرضت

في الدنيا بالمقاريض ۞

" কেয়ামতের দিবস যখন বিপদগ্রস্থ লোকেরা সুফল প্রদত্ত হইবে তখন বিপদমুক্ত লোকেরা আকাঙ্ক্ষা করিবে যে, যদি তাহাদের চর্ম্ম সকল পৃথিবীতে কাঁচি দ্বারা কর্ত্তন করা হইত, তবে ভাল হইত।

৫। ছহিহ্ তেরমেজি ও এবনো- মাজা ঃ—

سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَيُّ النَّاسِ اَشَدُّ بَلَاءً قَالَ الْاَنْبِيَاءُ ثُمَّ الْاَمْثَلُ فَالْاَمْثَلُ يُبْتَلَى الرَّجُلُ عَلٰى حَسَبِ دِيْنِهٖ فَاِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهٖ صُلْبًا اِشْتَدَّ بَلَاءُهُ وَاِنْ كَانَ فِيْ دِيْنِهٖ رِقَّةٌ هُوِّنَ عَلَيْهِ فَمَازَالَ كَذٰلِكَ حَتّٰى يَمْشِيَ عَلَى الْاَرْضِ مَالَهُ ذَنْبٌ *

জনাব নবি (ছাঃ) জিজ্ঞাসিত হইয়াছিলেন, লোকদের মধ্যে কোন্ ব্যক্তি কঠিনতম বিপন্ন? হজরত বলিয়াছিলেন, নবিগণ, তৎপরে তাহাদের চেয়ে নিম্ন দরজার লোকেরা, তৎপরে তাহাদের চেয়ে নিম্ন দরজার লোকেরা। লোকে নিজের দীনের অনুপাতে বিপন্ন হইয়া থাকে; যদি দীন সম্বন্ধে তাহার দৃঢ়তা থাকে তবে তাহার বিপদ কঠিন হয়, আর যদি দীন সম্বন্ধে শিথিলতা থাকে তবে তাহার বিপদ সহজ করা হয়। এইরূপ হইতে থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি জমিতে

চলিতে থাকে, অথচ তাহার কোন গোনাহ থাকে না।

৬। ছহিহ তেরমেজি ঃ—

لَا يَزَالُ الْبَلَاءُ بِالْمُؤْمِنِ اَوِ الْمُؤْمِنَةِ فِيْ نَفْسِهٖ
وَ مَالِهٖ وَ وَلَدِهٖ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ وَ مَا عَلَيْهِ مِنْ
خَطِيْئَةٍ *

"হজরত বলিয়াছেন সর্ব্বদা ইমানদার পুরুষ কিম্বা ইমানদার স্ত্রীলোকের শরীরে, অর্থে ও সন্তানগণের মধ্যে বিপদ আসিতে থাকে, এমন কি সে ব্যক্তি যে সময় আল্লাহতায়ালার সহিত সাক্ষাৎ করে, তাহার জেম্মায় কোন গোনাহ থাকে না।"

৭। ছহিহ মোছলেম ঃ—

يُؤْتٰى بِاَنْعَمِ اَهْلِ الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ النَّارِ يَوْمَ
الْقِيٰمَةِ فَيُصْبَغُ فِي النَّارِ صَبْغَةً ثُمَّ يُقَالُ يَا ابْنَ
اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ خَيْرًا قَطُّ هَلْ مَرَّ بِكَ نَعِيْمٌ قَطُّ
فَيَقُوْلُ لَا وَ اللّٰهِ يَا رَبِّ وَ يُؤْتٰى بِاَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا
فِي الدُّنْيَا مِنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ فَيُصْبَغُ صَبْغَةً فِي
الْجَنَّةِ فَيُقَالُ يَا ابْنَ اٰدَمَ هَلْ رَاَيْتَ بُؤْسًا قَطُّ
وَ هَلْ مَرَّ بِكَ شِدَّةٌ قَطُّ فَيَقُوْلُ لَا وَ اللّٰهِ يَا رَبِّ
مَا مَرَّ بِيْ بُؤْسٌ قَطُّ وَ لَا رَاَيْتُ شِدَّةً قَطُّ *

হজরত বলিয়াছেন, কেয়ামতের দিবস একজন দোজখের উপযুক্ত লোককে আনয়ন করা হইবে যে জগদ্বাসীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্পদশালী ছিল, তৎপরে তাহাকে দোজখে নিমজ্জিত করা হইবে অবশেষে বলা হইবে; হে আদম সন্তান, তুমি কি কখনও কোন কল্যাণ দর্শন করিয়াছিলে ? কখনও কি তোমার নিকট কোন সম্পদ পৌঁছিয়াছিল ? সে ব্যক্তি বলিবে, না খোদার শপথ হে, আমার প্রতিপালক। আর বেহেশতের উপযুক্ত একটী লোককে আনায়ন করা হইবে — যে পৃথিবীতে লোকদের মধ্যে সমধিক দুঃখ ক্লেশ ভোগকারী ছিল; তৎপরে তাহাকে বেহেশতের মধ্যে নিমজ্জিত করিয়া বলা হইবে, তুমি কি কখনও দুঃখ ক্লেশ দর্শন করিয়াছিলে ? তোমার নিকট কি কখনও কোন শোক-তাপ উপস্থিত হইয়াছিল ? ইহাতে সে ব্যক্তি বলিবে, না খোদার শপথ, হে আমার প্রতিপালক, আমার নিকট কখনও কোন দুঃখ পৌঁছে নাই এবং আমি কখনও কোন যন্ত্রণা দর্শন করি নাই।

৮। ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ঃ—

مَا يُصِيبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَّلَا وَصَبٍ

وَّلَا هَمٍّ وَّلَا حُزْنٍ وَّلَا اَذًى وَّلَا غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةِ

يُشَاكُهَا اِلَّا كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ ❋

"হজরত বলিয়াছেন, কোন মুসলমানের উপর দুঃখ কষ্ট, শোক

তাপ, যন্ত্রণা ও ক্ষোভ উপস্থিত হইলে, এমন কি কন্টক বিদ্ধ হইলে, আল্লাহ তাদ্দ্বারা তাহার গোনাহগুলি মার্জ্জনা করিবেন।"

৯। ছহিহ বোখারী ঃ—

قَالَ اللّٰهُ سُبْحَانَهٗ وَ تَعَالٰى اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ
بِحَبِيْبَتَيْهِ ثُمَّ صَبَرَ عَوَّضْتُهٗ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ
يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ ❋

"আল্লাহ পাক বোজর্গ বলিয়াছেন, যদি আমি আমার বান্দার চক্ষুদ্বয়ের বিপন্ন করি, তৎপরে সে ধৈর্য্য ধারণ করে, তবে আমি উক্ত চক্ষুদ্বয়ের পরিবর্ত্তে তাহাকে বেহেশত প্রদান করিব।"

(১০) ছহিহ বোখারী ও মোছলেম ;—

قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اُصْرَعُ وَ اِنِّىْ اَنْكَشِفُ
فَادْعُ اللّٰهَ فَقَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَ لَكِ الْجَنَّةُ
وَ اِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ اَنْ يُّعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ
فَقَالَتْ اِنِّىْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لَّا اَتَكَشَّفَ
فَدَعَا لَهَا ❋

"একটি স্ত্রীলোক বলিল, ইয়া রাছুলাল্লাহ, আমি মৃগী রোগগ্রস্থা এবং উলঙ্গিনী হইয়া পড়ি, আপনি আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করুন। তৎশ্রবণে হজরত বলিলেন, যদি তুমি ইচ্ছা কর তবে ধৈর্য্য

ধারণ করিতে পার, ইহাতে তুমি বেহেশ্‌ত প্রাপ্ত হইবে। আর যদি তুমি ইচ্ছা কর, তবে আল্লাহতায়ালার নিকট দোয়া করিতে পারি যেন তোমাকে সুস্থ করেন। ইহাতে স্ত্রীলোকটি বলিল, আমি ধৈর্য্যধারণ করিব, কিন্তু আমি উলঙ্গিনী হইয়া যাই। এজন্য আপনি আল্লাহতায়ার নিকট দোয়া করুন, যেন আমি উলঙ্গিনী হইয়া না পড়ি। হজরত তাহার জন্য দোয়া করিলেন।

(১১) ছহিহ বোখারী ঃ—

إِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْسَافَرَ كُتِبَ لَهٗ بِمِثْلِ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا ●

হজরত বলিয়াছিলেন, যখন কোন বান্দা পীড়িত হইয়া কিম্বা বিদেশে গমন করে, তখন সে ব্যক্তি সুস্থ অবস্থায় স্বদেশে যাহা আমল করিত, তত্ত্যূল্য নেকী তাহার জন্য লিখিত হয়।"

১২। ছহিহ বোখারী ঃ—

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَنِيْ اَنَّهٗ عَذَابٌ يَبْعَثُهُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ يَّشَاءُ وَاَنَّ اللّٰهَ جَعَلَهٗ رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ - لَيْسَ مِنْ اَحَدٍ يَقَعُ الطَّاعُوْنُ فَيَمْكُثُ فِيْ بَلَدِهٖ صَابِرًا مُحْتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهٗ لَا يُصِيْبُهٗ اِلَّا مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهٗ اِلَّا كَانَ لَهٗ مِثْلُ اَجْرِ شَهِيْدٍ ●

হজরত আয়েশা (রাঃ) বলিয়াছেন, আমি রাছুলুল্লাহ (ছাঃ) কে মহামারী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম, ইহাতে তিনি আমাকে সংবাদ দিয়াছিলেন যে, উহা শাস্তি — আল্লাহ যাহার উপর ইচ্ছা করেন উহা প্রেরণ করেন এবং নিশ্চয় আল্লাহ উহা ইমানদারগণের জন্য রহমত (অনুগ্রহ) করিয়াছেন। যে ব্যক্তি মহামারী উপস্থিত হইলে, নিজ শহরে ধৈর্য্য সহকারে ছওয়াব প্রাপ্তির আশায় অবস্থিতি করিতে থাকে এবং বিশ্বাস করে যে আল্লাহতায়ালা তাহার জন্য যাহা লিখিয়াছেন, তদ্ব্যতীত আর কিছুই তাহার নিকট পৌঁছিবে না, সে ব্যক্তি শহিদের তুল্য ছওয়াব প্রাপ্ত হইবে।

১৩। তেরমেজি ও আহমদ ;—

مَنْ قَتَلَهُ بَطْنُهُ لَمْ يُعَذَّبْ فِيْ قَبْرِهِ ؕ

" যে ব্যক্তি উদরের পীড়ায় মরিয়াছে, তাহাকে তাহার গোরের মধ্যে শাস্তি দেওয়া হইবে না।"

১৪। আহমদ ও নাছায়ি ;—

يَخْتَصِمُ الشُّهَدَاءُ وَ الْمُتَوَفَّوْنَ عَلٰى فُرُشِهِمْ اِلٰى رَبِّنَا عَزَّوَجَلَّ فِي الَّذِيْنَ يُتَوَفَّوْنَ مِنَ الطَّاعُوْنِ فَيَقُوْلُ الشُّهَدَاءُ اِخْوَانُنَا قُتِلُوْا كَمَا قُتِلْنَا وَ يَقُوْلُ الْمُتَوَفَّوْنَ اِخْوَانُنَا مَاتُوْا عَلٰى فُرُشِهِمْ كَمَا مِتْنَا فَيَقُوْلُ رَبُّنَا اُنْظُرُوْا اِلٰى جِرَاحَتِهِمْ فَاِنْ اَشْبَهَتْ جِرَاحُهُمْ جِرَاحَ

المقتولين فانهم منهم و معهم فاذا جراحهم قد اشبهت جراحهم ●

"হজরত বলিয়াছেন, শহিদগণ এবং যাহারা নিজেদের শয্যায় (গৃহে) মৃত্যু প্রাপ্ত হইয়াছে তাহারা আল্লাহতায়ালার নিকট মহামারীতে মৃত্যুপ্রাপ্ত লোকদের সম্বন্ধে বিরোধ করিতে থাকে। শহিদগণ বলেন, ইহারা আমাদের ভাই, (তুল্য দরজা প্রাপ্ত), আমরা যে, নিহত হইয়াছিলাম, ইহারাও সেইরূপ নিহত হইয়াছে। গৃহে মত্যুপ্রাপ্ত লোকেরা বলেন, ইহারা আমাদের ভাই, নিজেদের শয্যায় মরিয়াছে, যেরূপ আমি মরিয়াছিলাম। তখন আমাদের প্রতিপালক বলেন, তোমরা তাহাদের জখমের দিকে দৃষ্টিপাত কর, যদি তাহাদের জখম শহিদগণের জখমের তুল্য হয়, তবে শহিদগণের দলভুক্ত হইবে এবং তাহাদের সঙ্গী হইবে। তাহারা দেখিতে পাইবেন যে, তাহাদের জখম শহিদগণের জখমের তুল্য।"

১৫। তেরমেজি ও আহমদ ;—

اذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملئكته قبضتم ولد عبدي فيقولون نعم فيقول قبضتم ثمرة فواده فيقولون نعم فيقول ماذا قال عبدي فيقولون حمدك و استرجع فيقول الله ابنوا لعبدي بيتا في الجنة و سموه بيت الحمد ●

হজরত বলিয়াছেন, যখন কোন বান্দার সন্তান মৃত্যুপ্রাপ্ত হয়, তখন আল্লাহতায়ালা নিজের ফেরেশতাগণকে বলেন, তোমরা আমার বান্দার সন্তানের প্রাণ বাহির করিয়াছ ? তাঁহারা বলেন, হাঁ, তৎপরে আল্লাহ বলেন, তোমরা তাহার হৃদয়ের ফল কাড়িয়া লইয়াছ? তাঁহারা বলেন হাঁ। তৎপরে আল্লাহ বলেন, আমার বান্দা কি বলিয়াছে ? তদুত্তরে তাঁহারা বলেন, সে ব্যক্তি তোমার প্রশংসা করিয়াছে এবং ইন্না-লিল্লাহে অ ইন্না এলায়হে রাজেউন বলিয়াছে। তখন আল্লাহ বলেন, তোমরা আমার বান্দার জন্য বেহেশ্‌তের মধ্যে একটী গৃহ প্রস্তুত কর এবং উহার নাম 'বয়তল হামদ' (প্রশংসাগৃহ) রাখ।"

১৬। ছহিহ মোছলেম ;—

হজরত বলিয়াছেন, তাহাদের (মৃত) শিশুসন্তানগণের পক্ষে বেহেশত অবারিত দ্বার হইবে, তাহাদের একে নিজের পিতার সাক্ষাৎ পাইয়া তাহার বস্ত্রের পার্শ্বে ধরিয়া টানিবে, এমন কি যতক্ষণ তাহাকে বেহেশতের মধ্যে দাখিল (না) করে, তাহাকে পরিত্যাগ করিবে না।

১৭। তেরমেজি ও এবনো-মাজা ;—

صِغَارُهُمْ دَعَامِيصُ الْجَنَّةِ يَلْقَى اَحَدُهُمْ اَبَاهُ

فَيَأْخُذُ بِنَاحِيَةِ ثَوْبِهِ فَلَا يُفَارِقُهُ حَتَّى يُدْخِلَهُ الْجَنَّةَ ●

مَنْ قَدَّمَ ثَلٰثَةً مِّنَ الْوَلَدِ لَمْ يَبْلُغُوا الْحِنْثَ

كَانُوْا لَهُ حِصْنًا حَصِينًا مِّنَ النَّارِ فَقَالَ اَبُوْذَرٍّ قَدَّمْتُ

اِثْنَيْنِ قَالَ وَ اِثْنَيْنِ قَالَ اُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ قَدَّمْتُ

وَاحِدًا قَالَ وَ وَاحِدًا ●

"হজরত বলিয়াছেন, যে ব্যক্তি তিনটী নাবালেগ সন্তান অগ্রে প্রেরণ করিয়াছে (অর্থাৎ যাহার তিনটী নাবালেগ সন্তান মরিয়াছে), তাহারা তাহার পক্ষে দোজখের দৃঢ় অন্তরাল হইবে। ইহাতে আবুর্জার বলিলেন, আমি দুইটী সন্তান অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি। হজরত বলিলেন, দুইটী সন্তানও উহা হইবে। ওবাই বেনে কা'ব বলিলেন, আমি একটী সন্তান অগ্রে প্রেরণ করিয়াছি। হজরত বলিলেন, একটিও উহা হইবে।"

১৮। এবনো-মাজা ;—

اِنَّ السِّقْطَ لَيُرَاغِمُ رَبَّهُ اِذَا اَدْخَلَ اَبَوَيْهِ النَّارَ

فَيُقَالُ اَيُّهَا السِّقْطُ الْمُرَاغِمُ رَبَّهُ اَدْخِلْ اَبَوَيْكَ الْجَنَّةَ

فَيَجُرُّهُمَا بِسَرَرِهِ حَتّٰى يُدْخِلَهُمَا الْجَنَّةَ ●

"হজরত বলিয়াছেন, নিশ্চয়ই বিনষ্ট ভ্রূণ নিজের প্রতি-পালকের সহিত কলহ করিবে — যে সময় তিনি তথায় তাহার পিতা মাতাকে দোজখে দাখিল করিবেন। তথায় বলা হইবে, হে নিজের প্রতিপালকের সহিত বিরোধকারী ভ্রূণ, তুমি তোমার পিতামাতাকে বেহেশতে দাখিল কর, তখন সে নিজের নাড়ি দ্বারা উভয়কে টানিবে, এমন কি উভয়কে বেহেশতে দাখিল করিবে।"

১৯। তেরমেজি ;—

مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ بَاكِيهِمْ فَيَقُولُ وَا جَبَلَاهُ وَا سَيِّدَاهُ وَ نَحْوَ ذٰلِكَ اِلَّا وَكَّلَ اللهُ بِهٖ مَلَكَيْنِ يَلْهَزَانِهٖ وَ يَقُولَانِ اَهٰكَذَا كُنْتَ •

"হজরত বলিয়াছেন, যে কোন মৃত মরিয়া যায়, তৎপরে তাহাদের ক্রন্দনকারী দণ্ডায়মান হইয়া বলে, হে পর্ব্বত, হে ছৈয়দ ইত্যাদি, তজ্জন্য আল্লাহ দুইজন ফেরেশতা নিয়োজিত করেন, তাহারা উক্ত মৃতের বক্ষঃদেশে মুষ্টির আঘাত করেন এবং বলেন, তুমি কি এইরূপ ছিলে ?"

২০। ছহিহ মোছলেম ;—

اَلنَّائِحَةُ اِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيٰمَةِ وَ عَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ وَ دِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ •

"হজরত বলিয়াছেন, (সন্তান বিয়োগে) ক্রন্দনকারী স্ত্রীলোক যদি নিজের মৃত্যুর পূর্ব্বে তওবা না করে, তবে সে কেয়ামতের দিবস দণ্ডায়মান করা হইবে, তাহার পরিধেয় কতেরানের পিরাহান ও চুলকানির পিরাহান হইবে।"

সমাপ্ত।